ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৮ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 June 2022 ■ আগরতলা ২১ জুন, ২০২২ ইং ■ ৬ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আক্রান্ত সুদীপ, সমালোচনায় মুখর বিরোধীরা, নালিশ নির্বাচন কমিশনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। বিজেপি জোট সরকারে প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী তথা বর্তমান কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মণ আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তাঁর উপর বিজেপি দুষ্কৃতিকারীরা হামলা করেছেন বলে অভিযোগ এনেছেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা। পুলিশের উপস্থিতিতে সুদীপকে মারধর এবং তাঁর গাড়ি ভাংচুরের অভিযোগ করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, সুদীপকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল বলে আশীষ কুমার সাহা দাবি করেছেন। পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিজেপি সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছেন তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এদিকে সুদীপের আক্রান্তের ঘটনায় কংগ্রেস সহ বামফ্রন্ট ও তিপ্রা মথা সমালোচনায় মুখর হয়েছে। বামফ্রন্ট এই ঘটনায় নির্বাচনে নালিশ জানিয়েছে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মন।

আশীষ বাবু জানিয়েছেন, গতকাল গভীর রাতে ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন উজান অভয়নগরে কংগ্রেস কর্মী বিপুল গোস্বামীর উপর হামলার খবর শুনে ওই কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মণ ছুটে গেছেন। সেখানে তাঁর উপর ইটপাটকেল ছুড়ে এবং লাঠির আঘাতে তাঁকে আক্রান্ত করা হয়েছে। তাঁর নাকে, চোখে, দাতে এবং বুকে আঘাত লেগেছে। উপস্থিত দেহরক্ষীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

আশীষ সাহা অভিযোগ করেছেন, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং বিজেপি প্রার্থী ডা: অশোক সিনহার উপস্থিতিতে সুদীপ বাবুর উপর হামলা হয়েছে। তাঁরা সহায়তা করার বদলে দুষ্কৃতিকারীদের মদত দিয়েছেন। বরাত জোরে সুদীপ বাবু বেঁচে গেছেন।

এই খবর পেয়ে আজ হাসপাতালে ছুটে গেছেন বিরোধী দলনেতা তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী পবিত্র কর, মানিক দে, প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত এবং ৬-আগরতলা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট প্রার্থী কৃষ্ণা মজুমদার। তাঁরা সকলেই সুদীপ রায় বর্মনের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং দোষীদের শাস্তি চেয়েছেন।

প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে বলেন, বিজেপি টের পেয়েছে তাঁদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। তাই তাঁরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছেড়ে সন্ত্রাসের উপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভাজিত বিরোধী ভোট, ফায়দা তুলবে বিজেপি
জামানত জব্দ হবে তৃণমূলের, বুঝে গেছেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। ত্রিপুরায় উপনির্বাচনে জামানত জব্দ হবে এখনই আঁচ করতে পারছে তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ পুড়বে বলেই হয়তো দলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করছেন, বিরোধীদের বিভাজিত ভোটের ফায়দা বিজেপি ঘরে তুলে নেবে। তাই, তিনি আগামী ২৩ জুন ভোট দেওয়ার আগে আরো একবার ভেবে দেখবার জন্য ভোটারদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ জানিয়েছেন।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে অভিষেক বলেন, ত্রিপুরায় বিজেপির ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ময়দান কামড়ে পড়ে থেকে কোন দল লড়াই করছে, গণদেবতার তা ভেবে দেখতে হবে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় তৃণমূল সংগঠন বিস্তার করতে শুরু করতেই বিজেপির রাতের ঘুম উড়ে গেছে। কারণ, পুর নির্বাচনের আগে সিপিএম কিংবা কংগ্রেস, উভয় দলই ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। তাঁর কটাক্ষ, সিপিএম প্রধান বিরোধী দল হয়েও তৃণমূল কংগ্রেসের মতো বিজেপিকে কঠিন লড়াই ছুড়ে দিতে ব্যর্থ। তাঁর দাবি, গত দশ মাস ধরে ত্রিপুরায় কঠিন ঝড়ের মোকাবিলা করে টিকে রয়েছে তৃণমূল। তাই, ভোট দেওয়ার আগে অন্তত ৩০ সেকেন্ড নতুন করে ভেবে দেখুন।

তাঁর মতে, বিভাজিত বিরোধী ভোট বিজেপিকে নির্বাচনে ফায়দা ঘরে তুলতে সহায়তা করবে। তাই, সিপিএম, কংগ্রেস এবং বিজেপিকে পরীক্ষা করার পর এবার অন্তত একবারের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকে সুযোগ দিন, ভোটারদের উদ্দেশ্যে কাতর আবেদন অভিষেকের। তাঁর দাবি, বিজেপির বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই ছুঁড়ে দেওয়ার ক্ষমতা এখন একমাত্র তৃণমূলের রয়েছে।

ত্রিপুরায় সন্ত্রাস হচ্ছে দাবি করে অভিষেকের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা মুখে শান্তির বার্তা দিচ্ছেন। অথচ, তিনিও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পথ অনুসরণ করছেন। তাঁর কথায়, তৃণমূল প্রার্থীরা লাগাতর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনসমর্থন নেই, তাই সহানুভূতি আদায়ে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, সুদীপকে বিঁধলেন মন্ত্রী সুশান্ত

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। জনসমর্থন নেই, তাই সহানুভূতি আদায়ে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন সুদীপ রায় বর্মণ। সুদীপের উপর আক্রমণ এবং ওই ঘটনায় তাঁর জড়িত থাকার অভিযোগের খন্ডন করে একথা বলেন বিজেপি নেতা তথা তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তাঁর কটাক্ষ, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা ভাঙ্গা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন সুদীপ বাবু। তাই নির্বাচনে জেতার জন্য নিজে আক্রান্ত হওয়ার মিথ্যা নাটক সাজিয়েছেন তিনি। তবে মনে রাখা উচিত, নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারির কাছে পরাজিত হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিপুরায় ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনেও সুদীপ রায় বর্মনের পরাজয় নিশ্চিত হবে, বিদ্রুপ করে বলেন সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন বিজেপি প্রদেশ মুখ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, প্রাক্তন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনার সাথে আমাকে বিজেপি প্রার্থী ডা: অশোক সিনহাকে জড়ানো হচ্ছে। আমাদের উপস্থিতিতে দুষ্কৃতিকারীরা তাঁকে মারধর করেছে, এমনটা রটানো হচ্ছে। কিন্তু, ঘটনার সময় আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম না। বরং, কংগ্রেস কর্মীরা বিজেপির প্রচার সজ্জা নষ্ট করছে এবং দলের মন্ডল সভাপতির বাড়িতে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে খবর পেয়ে সেখানে ছুটে গিয়েছি।

তিনি বলেন, নির্বাচনী রণকৌশল নির্ধারণে বিজেপি প্রার্থী ডা: সিনহা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিমানবন্দরে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ভবনে আগুন, অল্পেতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। বজ্রপাত হওয়ায় শর্ট সার্কিট থেকে আগুনে পুড়ল এয়ার ট্রাফিক কন্টোলের(এটিসি) আধিকারিকদের বিশ্রামের ঘর। তাতে অবশ্য বিশেষ ক্ষতি হয়নি। তাছাড়া, বিমান পরিষেবাতেও ব্যাঘাত ঘটেনি। আজ ভোরে ওই ঘটনায় প্রাথমিকভাবে সকলকে আতঙ্কে ফেলে দিয়েছিল। কিন্ত, এমবিবি বিমানবন্দরের কর্মীদের ততরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে।

এটিসি সুত্রে খবর, আজ ভোর সাড়ে চারটা নাগাদ বজ্রপাত হওয়ায় শর্ট সার্কিট থেকে আধিকারিকদের বিশ্রামের ঘরে আগুন ধরে যায়। আগুন ঘরের মধ্যে অনেকটা ছড়িয়ে পড়লেও অন্যত্র ছড়াতে পারেনি। জানলা দিয়ে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে প্রাতঃভ্রমণকারীরা আতঙ্কিত হয়ে পরেন। ওই সময় বৃষ্টি পড়ছিল, তাই রাস্তায় মানুষের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। তবে, বিষয়টি বিমানবন্দরের কর্মীদের নজরে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেন তাঁরা।

সাধারণত, ওই সময় আগরতলা এটিসি বন্ধ থাকে। তাই, কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পরা নিয়ে বিমানবন্দর কতৃপক্ষের বিশেষ ভাবতে হয়নি। তাঁরা অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। জানা গেছে, এটিসি-র মূল যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তাছাড়া, অন্য ক্ষয়ক্ষতিও বিশেষ নজরে আসেনি।

এটিসি কর্তৃপক্ষের দাবি, অন্যান্য দিনের মতোই আজ সকাল সাড়ে সাতটায় কাজকর্ম শুরু হয়েছে এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরোধীতায় বিক্ষোভ ডিওয়াইএফআই-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। দেশ, বেকার এবং দেশের নিরাপত্তা বিরোধী প্রকল্প হল অগ্নিপথ। এমনই অভিযোগ এনে রাস্তায় নামল বাম যুব সংগঠনগুলি। আমাদের দেশের বিজেপি সরকার গোটা দেশ লুটছে এবং বিক্রি করছে। যুবকদের এখন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে এভাবেই সুর চড়ালেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব।

প্রসঙ্গত, অগ্নিপথ প্রকল্পে উত্তাল গোটা দেশ। দেশজুড়ে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে ধিক্কার জানাচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। সোমবার অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামলেন বাম যুবরা। এদিন বাম সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে অগ্নিপথ প্রকল্পের বিরুদ্ধে রাজধানীর বুকে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন নেতৃত্বরা।

এদিনের এই বিক্ষোভে অংশ নিয়ে ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বেকার যুবক যুবতীদের ভবিষ্যত প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। দেশের নিরাপত্তাও প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। যতক্ষণ এই প্রকল্প বাতিল করা হচ্ছে না ততক্ষণ বাম সংগঠনগুলি বিক্ষোভ চালিয়ে যাবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন নবারুণ দেব।

স্ত্রীকে হত্যার দায়ে গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। পারিবারিক বিবাদের জেরে স্বামীর হাতে খুন স্ত্রী। ঘটনা কৈলাসহরের দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজের ভুইয়াপাড়া এলাকায়। পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী রাইফেল মুন্ডাকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় দেওরাছড়া এডিসি ভিলেজের ভুইয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দা রাইফেল মুন্ডা ও উনার স্ত্রী মনি মুন্ডা এলাকারই একটি মালিকাধীন চা বাগানে শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। ছেলে অর্থ উপার্জনের জন্য তামিলনাড়ুতে থাকে। আর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তাই বাড়িতে রাইফেল মুন্ডা ও মনি মুন্ডা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের স্ফীত হাওড়ার জল প্লাবিত বলদাখাল এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। বিপদসীমার উপর দিয়ে যাচ্ছে হাওড়া নদীর জল। এদিকে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গা দুদিনের ভারী বৃষ্টির ফলে জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। তবে বর্তমানে প্রায় সবগুলি জায়গার জল নেমে গেলেও আড়ালিয়া সহ চন্দ্রপুর এবং বলদাখাল এলাকায় পুনরায় জল বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে স্থানীয়দের অভিমত। সেখানে বেশ কিছু এলাকায় এখনও জলমগ্ন। শরণার্থী শিবিরে রয়েছেন বাড়ির লোকজনেরা। সোমবার দুপুর থেকে চন্দ্রপুর এলাকায় পুনরায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুর্তি ব্রিজের বিপজ্জনক অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। ত্রিপুরা অসম সংযোগী কুর্তি ব্রিজের নিচ থেকে মাটি ধস পড়ায় ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে ত্রিপুরা। অবিরাম বর্ষনের ফলে উত্তর জেলার ত্রিপুরা অসম সীমান্তের চুরাইবাড়ি এলাকার ত্রিপুরা অসম সংযোগী কুর্তি ব্রিজের নিচ থেকে মাটি ধসে পড়ছে।

যেকোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে আট নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক। বর্তমানে ঝুঁকি নিয়ে আংশিক পন্যবাহী লরি রাজ্যে প্রবেশ করছে। তবে সেই ব্রিজ ভেঙে পড়লে ভারতবর্ষের সাথে পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। দ্রুত গতিতে এই ব্রিজটি মেরামতি না করা হলে রাজ্যের লাইফ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেগায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মানিক সরকারের দাবি রোজগারের সমস্যায় আছেন রাজ্যের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। সিপিআইএম প্রতিনিধিরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলো পরিদর্শন করে সেখানে সভা করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে জনজীবনের বিভিন্ন অসুবিধা সুবিধা গুলি যাচাই করেছে। পরবর্তী সময়ে ওইসব জেলার জেলা শাসকের কাছে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনগুলি নিয়ে এক স্মারক লিপি তুলে দিয়েছেন। সোমবারে প্রক্রিয়াটি শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

আটটি জেলা, ২৩টি মহকুমা এবং ৫৮ টির মধ্যে ৫৭ টি ব্লকে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে একটি ব্লকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রায় এক মাসের সাত দিন ধরে এই প্রক্রিয়াটি চলেছে। সারা রাজ্য চষে বেড়ানোর পর সিপিআইএম দলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেমাবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

জল যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে উদয়পুরে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। জলমগ্ন শতাধিক পরিবার। জল যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে রাস্তা অবরোধের শামিল নাগরিকেরা। সোমবার সকালে উত্তপ্ত ছিল মন্দিরনগরী। রবিবারের অবিরাম প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন হয়ে পড়ে উদয়পুর পুর পরিষদের সোনামুড়া চৌমুহনী এলাকা। এর ফলে দর্ভোগে পড়তে হয় স্থানীয় শতাধিক পরিবারকে। জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা ঠিকঠাক ভাবে না থাকার ফলে এই দর্ভোগে বলে অভিযোগ এনে সোমবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি কাপুরুষের দল, কড়া সমালোচনায় ডা: অজয় কুমার

সুদীপ বর্মনের উপর হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবীতে শহরে মিছিল, থানায় অভিযোগ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। সুদীপ রায় বর্মনের উপর হামলার ঘটনায় বিজেপিকে কাপুরুষের দল বলে বিঁধেছেন কংগ্রেস প্রভারী ডা: অজয় কুমার। সাথে তিনি তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে একহাত নিয়েছেন। তিনি বলেন, রবিবার রাতে কংগ্রেস নেতা তথা ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মনের উপর প্রাণঘাতী হামলা সংঘটিত করেছে একদল দুষ্কৃতী। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও ক্লিপে সুশান্ত চৌধুরীর উপস্থিতি ঘটনাস্থলে লক্ষ্য করা গেছে। তিনি এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে হামলার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সমালোচনা করেছেন।

এদিন ডা: অজয় কুমার বলেন, সুদীপ রায় বর্মনকে প্রাণে মেরে ফেলার জন্যই গতকাল এই হামলার সংগঠিত করা হয়েছে। সেখানে পুলিশ প্রশাসন উপস্থিত থাকলেও তাঁদের সামনেই গোটা ঘটনাটি ঘটেছে। ভাঙ্গা হয়েছে সুদীপ রায় বর্মনের গাড়ি। ইট দিয়ে তার ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন তাদের প্রাশাসনিক ভূমিকা ভুলে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।তাঁর কথায়, সুশান্ত চৌধুরী গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে বয়ান দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। রাজ্যের মানুষ গোটা ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত। তিনি এদিন সুশান্ত চৌধুরীকে তিরস্কার করে বলেন, তাঁর নাম পরিবর্তন করে ফেলা প্রয়োজন। বিজেপি দলকে কাপুরুষের দল বলে তিরস্কার করেছেন কংগ্রেস নেতা ড: অজয় কুমার।

পূর্ব আগরতলা থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের। ছবি নিজস্ব।

অভয়নগর এলাকায় সুদীপ রায় বর্মনের উপর হামলার প্রতিবাদে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজধানী আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল এবং পূর্ব থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীর সুদীপ রায় বর্মন এর উপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের নাম উল্লেখ করে সোমবার আগরতলা পূর্ব থানা সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের রাজ্য ইনচার্জ অজয় কুমার, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা সহ অন্যান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের দাবীতে শিক্ষকদের তালা বন্দি করে বিক্ষোভ

পানিসাগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। নোয়াগাঙ ইন্দ্রছড়া এডিসি এলাকাভুক্ত। ১৯৮১ সালে স্কুলটি শুরু হয়েছিল। শুরুর পর থেকেই বাংলা মাধ্যম না হয়ে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের জন্য দাবি উঠে আসছিল। এখানে অধিকাংশই রাঙখল, রিয়াঙ, হালাম এবং দেববর্মা সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী। বামফ্রন্টের আমলে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে স্কুলটিকে ইংরেজি মাধ্যমের না করে বাংলা মাধ্যম হিসেবে করা হয়।

২০১৩ সালে এস এম সি কমিটি এবং গ্রামবাসীরা মিলিতভাবে বিদ্যালয় অধিকর্তার কাছে স্কুলটিকে ইংরেজি মাধ্যমে উন্নীত করার জন্য আবেদন জানায়। তখনকার শাসকদলীয় জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্তের কাছে বারেবারে স্কুলের দাবি নিয়ে গ্রামবাসীরা গেলে তিনি আশ্বাস দিয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে দেন। ২০১৯ সালে গ্রামবাসী এবং এসএমসি কমিটি পুনরায় বিদ্যালয় অধিকর্তার কাছে স্কুলটিকে ইংরেজি মাধ্যমে উন্নীত করার জন্য আবেদন জানায়।

এমনকি আবেদনের সাথে পানিসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক এর একটি চিঠিও তারা বিদ্যালয় অধিকর্তার কাছে প্রদান করে। ২৭মে ২০২২ বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের কাছে তাদের দাবি নিয়ে মিলিত হয়। উপাধ্যক্ষ বলেন উপনির্বাচন শেষ হলেই এই নিয়ে তিনি দেখবেন। মে মাসের ৪ তারিখ বিদ্যালয় অধিকর্তার কাছ থেকে স্কুলের সার্বিক খবর পাঠাতে একটি চিঠি আসে। স্কুলটিতে বর্তমানে ১০ জন শিক্ষক রয়েছেন, যাদের মধ্যে তিনজন ইংরেজি মাধ্যমের এবং একজনকে ডেপুটেশনে অন্যত্র পাঠানো হয়েছে। এলাকার অভিভাবকরা ক্ষুব্দ হয়ে সোমবার স্কুলের শিক্ষকদের তালবন্ধ করে আন্দোলন শুরু করে। তারা জানায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২৬২ ▫ ২১ জুন ২০২২ ইং ▫৬ আষাঢ় ▫মঙ্গলবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়া হিংসার হাতছানি

অগ্নিপথ নিয়া খুব গোলমাল চলিতেছে। দেশজোড়া সেই গন্ডগোল টনক নাড়িয়াছে সরকারের। হঠাৎ করিয়া সামরিক বাহিনীতে চাকরির এমন সুন্দর একটা প্রকল্প নিয়া গোল কেন বাধিল? কেন দেশের হাজার হাজার তরুণ রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন? আগুন জ্বালাইয়া দিলেন রেলওয়ে সিস্টেমে? ভাবনা ধরানোর মতো বিষয়। পাশাপাশি, আরও একটা জিনিস ভাবাইতেছে। এই তরুণ সম্প্রদায়ের পথে নামিয়া পড়া সরকারকে বাধ্য করিয়াছে প্রকল্পের রূপরেখায় বেশ কয়েকটি পরিবর্তন আনিতে। প্রশ্ন উঠিয়াছে সরকার তো এটা আগেই করিতে পারিত? মনে রাখিতে হইবে, সামরিক বাহিনীর সদস্য হওয়াটা এখনও এ দেশের একটা বড় অংশের কাছে গর্বের। একটা আবেগ কাজ করে। গত কয়েক দিন ধরিয়া একের পর এক ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে। উপলব্ধি করা যাইতেছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের কারণটা আসলে সামরিক বাহিনীর সদস্য হওয়াকে কেন্দ্র করিয়াই। ফলে সেই আবেগটা এই প্রজন্মের মধ্যেও বাঁচিয়া আছে। ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়াটা কিন্তু কোনও ভাবেই বাধ্যতামূলক নয়। সম্পূর্ণ ভাবেই 'স্বেচ্ছামূলক'। আমরা যাহাকে 'ভলান্টারি' বলি। অগ্নিপথের আসল উদ্দেশ্য ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শক্তি বাড়ানো। শক্তি তখনই বাড়িবে, যখন তাহার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। সরকার সেটাই চাইতেছে। এ বার যেটা হইল, সাধের সঙ্গে সাধ্যের ফারাক দেখা দিল। বাজেট কমাইব আবার শক্তিও বাড়াইব! দুটো একসঙ্গে করিতে গেলে যেটা হয়, সেটাই হইল। তৈরি হইল বিতর্ক। সামরিক বাহিনীর মানবসম্পদ বৃদ্ধি করিতে গেলে নিয়োগে জোর দিতেই হইবে। অথচ আর্থিক সঙ্গতি নিয়া চিন্তা রহিয়াছে। ফলে একটা বিশেষ পথ অবলম্বন করিত

হইল সরকারকে। চার বছরের 'চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ'। তাহার পর সেখান থেকে ২৫ শতাংশ 'অগ্নিবীর'কে তিন বাহিনীতে শূন্যপদ এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তি করানো হইবে। বাকি 'অগ্নিবীর'দের উপযুক্ত আর্থিক প্যাকেজ দিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইবে মূলস্রোতে। এর পরেই অগ্নিপথ-বিক্ষোভ। তাহার পরেই একের পর এক সরকারি বার্তা। বিভিন্ন মন্ত্রকের নিয়োগ পদ্ধতি বা আধাসামরিক বাহিনীর নিয়োগে ওই ৭৫ শতাংশ 'অগ্নিবীর'দের জন্য সংরক্ষণ চালু করা হইল। নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর আগে কয়েকটি জিনিস বুঝিয়া নেওয়ার চেষ্টা চলে। তাহার এক নম্বরে থাকিত, সেই মুহূর্তে বাহিনীতে ঠিক কত সদস্যের প্রয়োজন রহিয়াছে। এটা নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর প্রাথমিক শর্ত। অগ্নিপথ প্রকল্প ঘোষণার আগে সরকার নিশ্চয়ই তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে কথা বলিয়া সে সব নিয়া সমীক্ষা করিয়াছে। তাহার পর এই প্রকল্পের ঘোষণা হইয়াছে। আসলে বাহিনীর সদস্য বাড়ানোর এক এবং একমাত্র উপায় হইল নতুন নিয়োগ। সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা এখন প্রায় ১৫ লক্ষ। প্রথমেই বুঝিয়া নিতে হইবে, দেশের এই মুহূর্তের পরিস্থিতিটা ঠিক কেমন। সেই পরিস্থিতির উপর দাঁড়াইয়া আমাদের সর্বোচ্চ কত সৈনিক প্রয়োজন। আমরা ১৫ লক্ষই রাখিতে চাইছি? কমাইতে চাইছি? নাকি আরও বাড়ানো প্রয়োজন? এর সবটাই নির্ভর করিতেছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর। নির্দিষ্ট ভাবে বলিতে গেলে, পাকিস্তান এবং চিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এই মুহূর্তে কেমন, সেটাই পরিস্থিতি মাপার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি। ওই দুই দেশ কিন্তু আমাদের চিরশত্রু। কূটনৈতিক ভাবে যদি তাহাদের মোকাবিলা না করা যায়, তাহা হইলে যুদ্ধ তো আবশ্যিক। তাই না! এ বার দ্বিতীয় যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তাহা হইল আমাদের টাকা আছে কি না। কারণ, সামরিক বাহিনীতে মানবসম্পদের অন্তর্ভুক্তি মানেই বাড়তি টাকা।

শুধু উচ্চমানের সৈনিকই নয়, বাহিনীর ব্যবহার্য হাতিয়ারের দিকটাও ভাবিতে

হইবে। হাতিয়ার কেনার টাকা আছে কি না, সেটা গুরুত্ব-তালিকার তিন নম্বরে রাখিতে হইবে। অত্যাধুনিক হাতিয়ারের সবটাই আমাদের দেশে তৈরি করা যায় কি না, তা-ও এখন ভেবে দেখার সময় এসেছে। আমরা অনেকটা করতে পেরেছি। কিন্তু আরও দরকার। এখানে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (পাবলিক সেক্টর) রয়েছে। রয়েছে বেসরকারি সংস্থাও (প্রাইভেট সেক্টর)। তাদের সঙ্গে কথা বলে দাম-দস্তুর করে কাজটা করানো যেতেই পারে। কারণ, বিদেশ থেকে অস্ত্রপাতি কিনতে আমাদের প্রচুর ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। দেশে অত্যাধুনিক হাতিয়ার তৈরি করাতে পারলে আর্থিক সাশ্রয় হইতে পারে।তাহা হইলে আসল কথা কী দাঁড়াইল? মানবসম্পদের পাশাপাশি আরও একটা বিষয় এখানে মূল ফ্যাক্টর অর্থ। সেই অর্থ কতটা আছে, সেটা একটা সরকারকে প্রথমেই ভেবে নিতে হয়। অর্থাৎ সরকারকে যেমন ভাবতে হবে, সামরিক বাহিনীতে ঠিক কত লোক এই মুহূর্তে প্রয়োজন, তেমনই ভাবতে হবে তার কাছে কত পরিমাণ অর্থ রহিয়াছে এই বাবদে ব্যয় করিবার মতো। মূলত এই দু'টি বিষয়কে মাথায় রাখিয়াই একটা সরকারকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পদক্ষেপ করিতে হয়।

ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি পাকিস্তানকে শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে : ইমরান খান

ইসলামাবাদ, ২০ জুন (হি.স.) : ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি পাকিস্তানকে শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান হতে যাচ্ছে পরবর্তী শ্রীলঙ্কা। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এমনই মন্তব্য করলেন পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী তথা পাকিস্তান তেহরিক-ই ইনসাফের (পিটিআই) চেয়ারম্যান ইমরান খান। মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে ডাকা আন্দোলনে নিজের ভাষণ দেওয়ার সময় এ মন্তব্য করেন তিনি।

রবিবার মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে করাচি, পেশোওয়ার, মুলতান, ইসলামাবাদসহ বড় শহরগুলোতে এ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে বক্তব্য দেন ইমরান খান। এ সময় ইমরান খান বলেন, নিজেদের ভালোর জন্য এ মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় আন্দোলন করতে হবে এবং বর্তমান 'আমদানি করা সরকারের' বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আরও জোরদার করতে হবে।

ক্ষমতাচ্যুত এ প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি আপনাদের মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছি। এ আন্দোলন আপনাদের নিজের আন্দোলন। বেতনভোগী, কৃষক ও শ্রমিকসহ দরিদ্র শ্রেণি মুদ্রাস্ফীতির কারণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমি আপনাদের আবারও প্রতিবাদের আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি বলেন, এ আন্দোলন অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা না করা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আমরা শুধু নির্বাচন চাই না। আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চাই। বর্তমান সরকার দাবি করছে যে ইমরান খান সরকার এ মূল্যবৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হল, পিটিআই পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম মাত্র কয়েক রুপি বাড়িয়েছিল, আর বর্তমান শাসকরা ১০০ টাকারও বেশি বাড়িয়েছে।

সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কর্মসূচির কারণে হয়েছে এমন ধারনা প্রত্যাখ্যান করে ইমরান খান বলেন, বর্তমান সরকার গত দু'সপ্তাহ ধরে আইএমএফের কর্মসূচিতে আছে। আর পিটিআই সরকার আড়াই বছর ধরে এ কর্মসূচিতে ছিল।ইমরান খান আরও বলেন, আমরা আইএমএফ থেকেও দাম বাড়ানোর নির্দেশনা পেয়েছি, কিন্তু আমরা পরে পেট্রোলের দাম ১০ টাকা কমিয়েছি।

প্রসঙ্গত, গত ৯ এপ্রিল পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হন ইমরান খান। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার নেপথ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র ছিল বলে অভিযোগ ইমরান খানের। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করে আসছে ইমরান খানের দল পিটিআই।হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

রেকর্ড দামে বিক্রি হল আইনস্টাইনের পাণ্ডুলিপি

জনরঞ্জন গোস্বামী

মাত্র ৫৪ পাতার এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের হাতে লেখা খসড়া। যাতে মহাবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ও তাঁর আজীবনের এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু মিশেল বেসো ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন মহাবিশ্বের রহস্য। দুই বন্ধু মিলে খসড়াটি তৈরি করেছেনল ১৯১৩ সালের জুন থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই খসড়াটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই খসড়ার উপর ভিত্তি করেই কিছুদিন পরে আইনস্টাইন রচনা করেন 'জেনারেল থিয়োরি অব বিলেটিভিটি'। মহাবিশ্বের স্থান, কাল মহাকর্ষ সম্পর্কে মানুষের ধারণায় আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যা ঘটিয়ে দেয় এই তত্ত্ব (১৯১৫)। আইজাত নিউটনের গতিসূত্র কাজে লাগিয়ে বধ গ্রহের কক্ষপথের যে অতিমাসামান্য গরমিল ধরা পড়েছিল, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন আলোচ্য খসড়ায় জেনারেল রিলেটিভিটি তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯১৯ সালের গ্রহণের সময়ে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের জেনারেল রিলোটিভিটি তত্ত্বের তত্ত্বের বাস্তব প্রমাণ দেন। আলোচ্য খসড়াটির ২৬ পাতা আইনস্টাইনের হাতে রচিত, ২৪ পাতা বেসোর হাতে রচিত। বাকি চার পাতায় দু'জনেরই হাতের লেখা। আইনস্টাইনের রচিত অংশের পাতার মার্জিনে বেসো মন্তব্য লিখেছেন, আবার বেসোর রচিত পাতার মার্জিনে আইনস্টাইন মন্তব্য লিখেছেন। জানা যায়, খসড়াটি করার সময়ে আইনস্টাইন অত্যন্ত উদ্দীপিত হয়েছিলেন এবং একটি পাতায় যেখানে গোলকদের আপেক্ষিক আবর্তনের বর্ণনা দিয়েছেন সেই পাতার মার্জিনে লিখেছেন, 'তত্ত্বটি কার্যকরী'। উল্লেখ করতে হয় ১৯১৩-১৪ সালের রচিত খসড়ায় কিন্তু দুই বন্ধু মিলে বুধ গ্রহের কক্ষপথের গরমিলের হিসেবে মেলাতে পারেননি। তবে এই খসড়ার সমীকরণের সাহায্যে মহাকাশের বস্তুদের পারস্পরিক সম্পর্ক হিসেবে করা যায়।

এই গুরুত্বপূর্ণ ও বিরল প্রকৃতির পাণ্ডুলিপিটি হত ২৩ নভেম্বর ২০২১ প্যারিসে নিলামে বিক্রি হল। এই নিলামের ব্যবস্থাপনায় ছিল 'ক্রিস্টি' নামে বিখ্যাত কোপান্তি। এরা পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচার করেন বিশেষ করে এটরি বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এদের অনুমান ছিল পাণ্ডুলিপিটি ভারতীয় টাকায় ১৮ কোটি থেকে ২৫ কোটিতে বিক্রি হবে। কিন্তু খসড়ার পাণ্ডুলিপি নিয়ে আগ্রহ এত তুঙ্গে উঠে যে তা ৯৮ কোটিতে বিক্রি হয়। আইনস্টানের কোনও পাণ্ডুলিপি এত দামে কখনও বিক্রি হয়নি, এত দামের কথা কেউ আশাও করেনি।

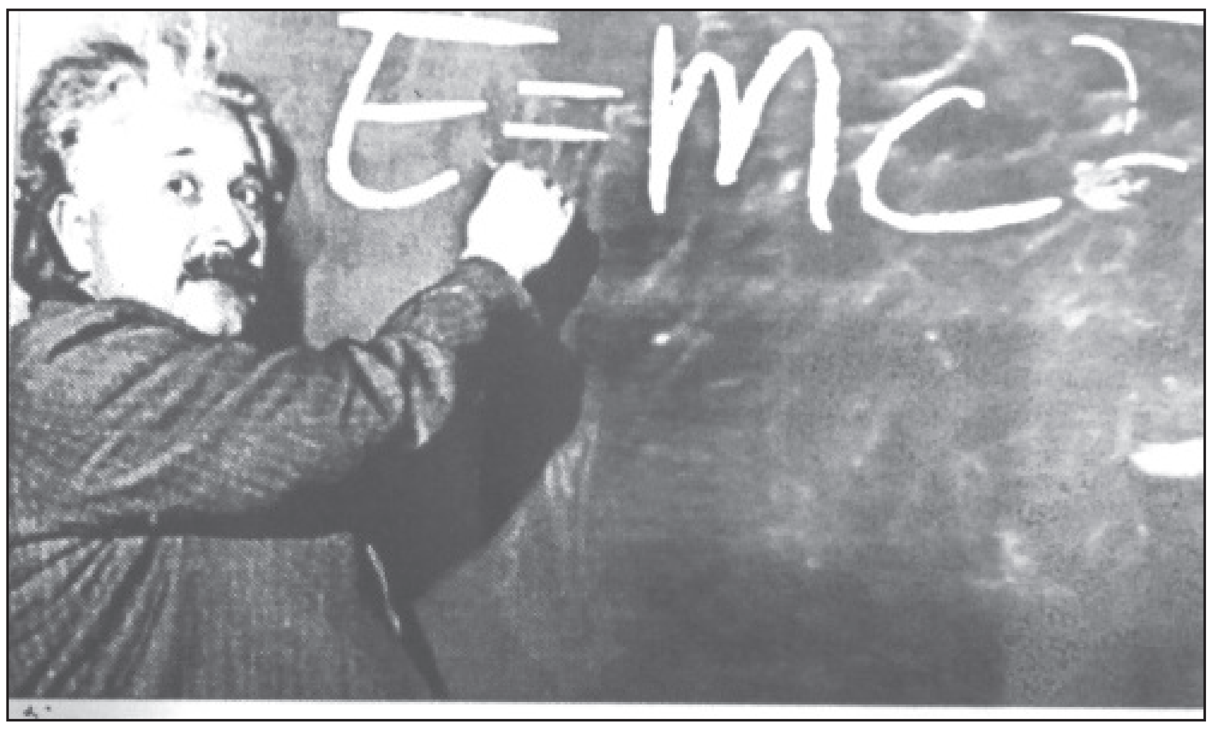

প্রসঙ্গত, আইস্টাইনের পাণ্ডুলিপি নিলামে অতীতে যা বিক্রি হয়েছে, তাদের খভর উল্লেখ করি। এ বছরের মে মাসে তার একটি ছোট্ট চিঠি নিলামে বিক্রি হল। প্রিন্সটনে তিনি যে লেটারহেড ব্যবহার করতে, তার এক পাতার চিঠিটি জার্মান ভাষায় পোলিশ -আমেরিকান পদার্থবিদ লুভউইক সিলবারস্টাইনের উদ্দেশ্যে রচিত। সিলবারস্টাইন আইস্টাইনের তত্ত্বের নানা দিক মানতে না পেরে বিরোধিতা করেন। ২৬ অক্টোবর ১৯৪৬ লেখা চিঠিটিতে স্বাক্ষর করা হয়েছে এ আইস্টাইন। আইস্টাইন চিঠিতে তাঁর ১৯০৫ সালের দেওয়া সমীকরণ e=MC2 এর উল্লেখ করেন। এতকাল 'ভর' এবং শক্তি সম্পূর্ণ আলাদা বলেমনে করা হত। আইস্টাইন তাঁর কলমের খোঁচায় প্রমাণ করেন যে 'ভর' ও 'শক্তি' যেন একই মুদ্রার দুটো পিঠ। তাঁর সমীকরণে তুলে ধরেন যে সসীম ও অসীম দূরত্বের দু'টি ভরের শক্তি-পার্থক্য। এই চিঠিতে আইনস্টাইন ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, যেখানে সমস্ত মৌলিক শক্তিগুলিকে একটি সূত্রের মধ্যে নিয়ে আসা যাবে। সিলবারস্টাইনের পরিবার চিঠিটি নিলামের বিক্রির ব্যবস্থা করেন নিলামের আয়োজকরা আশা করেছিলেন চিঠিটি তিন কোটি টাকায় (ভারতীয়) বিক্রি হবে। কিন্তু চিঠিটি শেষ পর্যন্ত এর তিনগুণ দামে অর্থাৎ নয় কোটি টাকায় বিক্রি হয়।

২০১৭ সালে আইস্টাইনের হাতে লেখা দুটো চিরকুট নিলামে তোলা হয়েছিল। চিরকুট দুটোর ইতিহাস বেশ মজার। ৪২ বছর বয়সী আইনস্টাইন জাপানে এসেছেন, উদ্দেশ্য ভ্রমণ তৎসহ বক্তৃতা করা টোকিওর ইম্পোলিয়াল হোটেলে তিনি সস্ত্রীক রয়েছেন। একদিন হোটেলের বেলবয় এসে তাঁকে একটি টেলিগ্রাম দিলেন বড় হোটেলে বেলবয়রা অতিথিদের মালপত্র আনা নেওয়া ও ফাই ফরমায়েশষ খাটে এবং অতিথিরা তাদের 'টিপস' বা বখশিস দেন। টেলিগ্রামটি একটি সুখবর নিয়ে এসেছে। ১৯১২ সাল থেকে তাঁদের নোবেল দেওয়ার প্রস্তাব উঠলেও, এবার তাঁকে ১৯২১ সালের নোবেল পুরস্কারটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরস্কারের পুরো টাকাটি অবশ্য তাঁর ডিভোর্সের শর্ত অনুসারে প্রাক্তান স্ত্রীকে দিতে হবে। তবে পুরস্কারটি তাঁর কাজের স্বীকৃতির বিরাট মূল্য। বেলবয় ভালো বখশিস আশা করতেই পারেন। এদিকে আইস্টাইনের পকেট একেবারে ফাঁকা, সামান্য অর্থ ও দেওয়ার মত নেই। বেলবয় আসার আগেই হোটেলের দেওয়া প্যাভেরাগজে ছোট্টা দু'টি নোট লিখেছেন, তিনি বেলবয়কে ওই দু'টি নোটের কাজগ বখশিস হিসাবে দিয়ে বললেন, 'আজকে হয়তো এই দু'টুকরো কাগজের মূল্য নেই। কিন্তু এ দু'টি যত্ন করে রেখো। ভবিষ্যতে এ দু'টির মূল্য টিপসের চেয়ে অনেক অনেক বেশি হবে'। বেলবয় বোকার মতো তাকিয়ে থেকে টিরকূট পরিচিত হয় 'হ্যাপিনেস লেটার' নামে জার্মান ভাষায় যাতে লেখা ছিল তার মর্মার্থ 'শান্ত ও সংযমী ' জীবনযাপন করা উচিত, এতেই বেশি সুখ আসে (A calm and modest life brings more happiness elian the pursuit of success combined with cnstant resultnesst)কিছুদিন আগে এই চিরকূটটি নিলামে বিক্রি হয়েছে কোটির বেশি ভারতীয় টাকায়। দ্বিতীয় চিরকূটটিতে লেখা ছিল প্রচলিত প্রবাত 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়' (জার্মান ভাষায়। (wo ein wlle ist da ist auch ein weg) এই চিরকূটটি নিলামে বিক্রি হয়েছে সোড়া দু'কোটি ভারতীয় টাকায়। আইস্টাইন বেলবয়কে যা বলেছিএলন, তা অক্ষরে অক্ষরে, সত্য প্রমাণিত হয়েছে। পদর্থবিদ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহাকাশ কাল, নিয়ে আইস্টাইনের নানা তত্ত্ব ও অনুমানের সত্যতা তাঁর জীবৎকালে প্রমাণ পাওয়া যায়নি সেসব প্রমাণ এখন পাওয়া যাচ্ছে। কোনও কিছুর আর্থিক মূল্য কী হতে পারে এ বিষয়েও তার অনুমানও সঠিক প্রমাণিত হল।

আইস্টাইনের আরেকটি পাণ্ডুলিপির নিলামের বিক্রির প্রসঙ্গ তুলে এই নিবন্ধ শেষ করব। ১৯২২ সালে জার্মানিতে যখন রাজনীতি ও অর্থনীতিতে চূড়ান্ত অন্ধকার অবস্থা নেমে এসেছে ইহুদিদের উপর নির্যাতন শুরু হয়ে তাঁর বন্ধু ইহুদি পরিবারের জার্মানির বিদেশমন্ত্রী রাথেনেউকে হত্যা করে আইস্টাইনকে ও হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে, তখন তিনি তাঁর বোনকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন---সেই চিঠিটা কিছুদিন আগে জেরুজালেমে নিলামে বিক্রি হয়েছে চব্বিশ লক্ষ ভারতীয় টাকায়। শেষ পর্যন্ত কী দেখা যাবে আইস্টাইনের বইয়ের চেয়ে পাণ্ডুলিপি নিয়ই বেশি টাকার ব্যবস্থা হচ্ছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

'জাল বর্ণপরিচয়': বিদ্যাসাগরকে বাঙালির শ্রদ্ধার্ঘ্য

শোভনলাল চক্রবর্তী

'বর্ণ পরিচয়' কার লেখা? উত্তর আমাদের সকলের জানা, কিন্তু বইবাজারে বা বইয়ের ছোট দোকানে চোখ রাখলে ধাঁধা লেগে যাওয়ার উপক্রম। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়', বাংলা প্রাইমারের এক মাইলফলক। এই বইকে সঙ্গী করে আজ দেড়শো বছরের বেশি সময় ধরে চলছে বাঙালির বর্ণভিক্ষা। এই দেড়শো বছরে 'বর্ণপরিচয়' -এর বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে অন্যান্য প্রাইমার লেখক শুরুতে 'বর্ণপরিচয়' নামে বই লিখলেও তার আগে জুড়ে দিতেন -সহজ, সরল, সুবোধ, সচিত্র, নব, নতুন, প্রথম প্রভৃতি বিশেষণ। কিন্তু 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রভাব বা তার অনুকরণে প্রকাশিত প্রাইমারের মাঝে ঘটল আরও এক আশ্চর্য ঘটনা, প্রকাশিত হল নকল 'বর্ণপরিচয়'। বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থের হুবহু কপি বেরিয়ে পড়ল। এই নকলনবিশির সূচনা বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতেই। তৎকালীন 'অনুসন্ধা' পত্রিকার বিশেষ সন্ধানেধরা পড়েছিল এক 'জুয়াচোর গ্রন্থকারের'। ১৮৮৯ সালে এই জুয়াচুরি প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের কোনো অভিমত পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর প্রয়াত হলেন। ১৮৯১ সালে। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবদ্দশায় 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রথম ভাগের ৩০ তম সংস্কারণে এবং তাঁর দ্বিতীয় ভাগের ৬২ তম সংস্করণের বিন্যাসে শেষবারের মতো সংস্কার করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নারায়ণ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থের স্বত্বাবিধাকর দখল করেন। সেই ' স্বচ্ছাচারীও বিপথগামী' নারায়ণ, বিদ্যাসাগর যাঁকে ত্যাজ্য ঘোষণা করেছিলেন। ১৮৯৫-৯৬ সালে তিনি 'বিদ্যারত্ন' উপাধি নিয়ে 'বর্ণপরিচয়' -এ তাঁরই হস্তক্ষেপ ঘটালেন। খানিকটা সময়ের দাবি মেনেই তিনি অক্ষর বিন্যাসে, সংশ্লিষ্ট অক্ষর যোগে ছবি ও শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটালেন। বিদ্যাসাগর কৃত সাবিবদ্ধ অ, আ, ক,খ নবপরিচয়ে হল 'অ-অজগর, আ-আনারস, ক-কোকিল, খ-খরগোস---প্রতিটি শব্দের সাদাকালো সচিত্র পরিচয়। বিদ্যাসাগর তাঁর সমকালে অন্যান্য সচিত্র প্রাইমার গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'বর্ণপরিচয়'কে চিত্রভূষিত করেননি। সেটা করলেন নারায়ণ। শুধু তাই নয়, বর্ড়যোজনার দৃষ্টান্তস্বরূপ বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়'-এ যেসব বানান নির্দিষ্ট করেছিলেন, নারায়ণ বানান তালিকা থেকে সেগুলি যথেষ্ট খারিজ করলেন, নতুন বানানের অনুপ্রবেশ ঘটালেন, বদল আনলেন বাক্যবন্ধেও। নমুনা হিসিবে সবচেয়ে যেটি উল্লেখযোগ্য সেটি হল 'গোপাল-রাখাল' পাঠ বদলটি। খুব বেশিদিন অবশ্য নারায়ণ তাঁর দখল 'বর্ণপরিচয়'-এর স্বত্বাধিকার রাখতে পারলেন না। কারণ বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি বন্ধক রেখে বৃত্তির টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি হিসাবে বন্ধক রাখা হল তাঁর বাদুড়বাগানের বাড়িটি এবং তাঁর রচিত 'বর্ণপরিচয়' সহ অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকগুলি। এইভাবে কিছুদিন বৃত্তিভোগীরা তাঁদের প্রাপ্য অর্ত পেলেও একসময় তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর যখন বন্ধক রাখা সম্পত্তি ছাড়ানোর মেয়াদও উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তখন পাঠাপুস্তকগুলির স্বত্ব বিক্রির জন্য ডাকা হল নিলাম। সেখানে সর্বোচ্চ দর দিয়ে বইগুলির স্বত্ব

শুধু 'বর্ণপরিচয়' নয়, বর্ণবোধ', 'ধারাপাত' সহ বাংলা বানানের নানা বই বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর মুখোশে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সেই সব বইও গোলাপি মলাটের, বিদ্যাসাগরের ছবিযুক্ত। বিদ্যাসাগরের নাম ভাঁড়িয়ে, 'বর্ণপরিচয়' জালগ্রন্থে শিশুপাঠ্যের বাজার ছেয়ে গেছে।

অধিকার করেন আশুতোষ দেব, যিনি এ টি দেব নামে অধিক পরিচিত। ততদিনে বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ণ বিদ্যারত্ব-কৃত 'বর্ণপরিচয়' সর্বসাধারণের মান্যতা লাভ করেছে, ফলে 'বর্ণপরিচয়'-এর রিসিভার সংস্কারণ এবং পরবর্তীকালে এ টি দেবের তত্ত্বাবধানে, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত 'বর্ণপরিচয়'আসলে যতখানি না বদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'তার চেয়ে বেশি নারায়ণ বিদ্যারত্নের 'বর্ণপরিচয়'। মনে রাখতে হবে, ওই পরিবর্তিত 'বর্ণপরিচয়'ই আজকের প্রচলিত বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'। অন্যদিকে গ্রন্থস্বত্বের নিয়ম অনুযায়ী এ টি দেবের স্বত্বাধিকারের মেয়াদ ফুরোলে যে কোনো প্রকাশন সংস্থাই বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশের যথেচ্ছ স্বাধীনতা পেয়ে যান। প্রকাশিত হয় 'বর্ণপরিচয়' -এর নির্মল সংস্কারণ, নন্দন সংস্করণ, সংসদ সংস্করণ। এছাড়াও নানা প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে 'বর্ণপরিচয়'। প্রকাশনা সংস্থার রুচি অনুযায়ী সেগুলি সেজে উঠছে, আধুনিক বানানবিধির দোহাই দিয়ে পুরনো বানানে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। আমদানি করা হচ্ছে নতুন বানান। পাঠ শেষে সংযোজিত হয়েছে প্রশ্ন ও অনুশীলনা। নারায়ণ বিদ্যারত্নের সময়ের সাদাকালো ছবির ছড়াছড়ি। অ-অজগর থেকে শুরু করে 'গোপাল-রাখাল' এবং দ্বিতীয় ভাগের ভুবন ও তার কুখ্যাত মাসি—সবই এখন রঙিন, চটকদার। পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় জাল 'বর্ণপরিচয়'-এর সন্ধান দিয়েছিল যে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা, সেই জাল এখন আরও বিস্তৃত ও সুদৃরপ্রসারী। বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকাকালীন যদি জুয়াচোরেরা তাঁর গ্রন্থের হুবহু করি করে, তাঁর নাম ও ছবি ব্যবহার করে লোক ঠকাতে পারে, তাহলে আজকের দিনে সেই চৌর্যবৃত্তির রমরমা হওয়াই স্বাভাবিক। 'বর্ণপরিচয়' আজ অভিভাবকহীন, স্বত্বহীন। তাই জাল গ্রন্থের অসাধু ব্যবসায়ীরা দিব্যি বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' কে অবিকল নিজের নামে বা একটু আধটু নিয়মরক্ষার হেরফের ঘটিয়ে ঢালাও ব্যবসা করে চলেছেন। বাংলা বই বাজারের বিয়মকানুন তাঁদের ছোঁয় না বা ছুঁতে পারে না। গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদ শেষ হলে কোনো লেখকের লেখা যে কোনো প্রকাশক ছাপাতে পারেন, কিন্তু তাই বলে কি কেউ সে কথা নিজের নিয়ম যাই হোক, এটি যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা বোধ করি কোনো প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। 'বর্ণপরিচয়' লেখকরা মদনমোহন তর্কলঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থের প্রথম ভাগের 'প্রভাত বর্ণন' কবিতাটি (পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল/ কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল) দিব্যি 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থেছ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থের অসংখ্য বাক্য 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থে ঢুকে আছে। আজ গ্রামে-গঞ্জে মফফসলে এই ডাল 'বর্ণপরিচয়'-এর রমরমা। বিশেষত গ্রামেগঞ্জে যুদির দোকানে যে 'বর্ণপরিচয়' মেলে, সেসবের প্রায় সম্পূর্ণটাই জাল 'বর্ণপরিচয়'। এই জাল বইগুলিতে যথারীতি বড় হরফে লেখা থাকে 'বর্ণপরিচয়', প্রথম ভাগ/ দ্বিতীয় ভাগ', তলায় বড় হরফে লেখা থাকে 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'। এরপর ছোট হরফে লেখা থাকে 'মহাশয়ের পন্থানুসারে'। শেষে লেখকের নাম, সেই নাম আজ আর 'অনুসন্ধান' পত্রিকা যেমনটা লিখেছিল, 'জুয়াচোর লেখকদের নাম অণুবীক্ষণের তলায় ফেলিয়া দেখিতে হয়'। তেমনটা নয়, যথেষ্ট বড় হরফের লেখা। আজকের জুয়াচোরেরা অকুতোভয়,বিদ্যাসাগরের নামের সমান মাপের হরফে তাঁদের নাম। মলাটপাতায় ছাপাখানার ঠিকানা, দাম দশ টাকা। আর অতি অবশ্যই গোলাপি মলাটের মাঝখানে বিদ্যাসাগরের সাবেকি ছবিটি। শুধু 'বর্ণপরিচয়' নয়, বর্ণবোধ', 'ধারাপাত' সহ বাংলা বানানোর নানা বই বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর মুখোশে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সেই সব বইও গোলাপি মলাটের, বিদ্যাসাগরের ছবিযুক্ত। বিদ্যাসাগরের নাম ভাঁড়িয়ে, 'বর্ণপরিচয়' জালগ্রন্থে শিশুপাঠ্যের বাজার ছেয়ে গেছে। কাল উত্তীরণ একটি শিশুশিক্ষার, গ্রন্থ, যার রচয়িতা শিক্ষারম্ভের এক মহতী ব্যক্তিত্ব, তাঁর নিকৃষ্ট নকল বা তাঁর চিত্র ও স্বাক্ষর দেখিয়ে লোক ঠকানো এই অসাধু ব্যবসা কি চলতেই থাকবে? যে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বিদ্যাসাগরের মৃত্যু ও জন্মবার্ষিকীতি নিয়ম করে সংবাদপত্রে ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় শ্রদ্ধার্ঘ্য উগরে দিয়ে থাকেন, তাঁরা কি এ ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন? (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতার জন্য আম পাঠালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,২০ জুন।। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য আম পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সোমবার (২০ জুন) দুপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য ২০০ কার্টনে এক হাজার কেজি হাঁড়িভাঙা আম পাঠানো হয়। বেনাপোলের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট রবি ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে আমগুলো পাঠানো হয়।

বেনাপোল চেকপোস্ট কার্গো শাখার রাজস্ব কর্মকর্তা শেখ এনাম হোসেন গণমাধ্যমকে জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারের ২০০ কার্টন আম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য বেনাপোল বন্দর দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আম পাঠানোর সময় বেনাপোল বন্দরে উপস্থিত ছিলেন শেখ মারেফাত তরিকুল ইসলাম, বন্দরের উপ-পরিচালক মামুন কবীর তরফদার, কাস্টমস ডিসি তানভীর আহমেদ, এএসপি (নাভারন সার্কেল) জুয়েল ইমরান ও ভারতীয় পুলিশের ডিআইজি সুকেশ জেলসহ সংশ্লিষ্টরা।

কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার (তৃতীয় সচিব) শেখ মারেফাত তরিকুল ইসলাম আমগুলো গ্রহণ করে মমতার বাসভবনে পৌঁছে দেবেন বলে জানা গেছে। এর আগে, শুক্রবার (১৭ জুন) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য রংপুরের বিখ্যাত হাঁড়িভাঙা আম উপহার পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন গোপালকৃষ্ণ গান্ধীও

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি.স.) : এবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদের প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব ফেরালেন গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। সোমবার এক বিবৃতি দিয়ে নিজের মতামত জানান তিনি। বিরোধীদের 'আরও ভাল' প্রার্থীর কথা ভাবতে অনুরোধ করে তিনি বলেন, বর্তমানে রাষ্ট্রপতি পদে এমন একজনকে প্রার্থী করা প্রয়োজন, যিনি জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। এবার রাষ্ট্রপতি পদে উঠে এল যশবন্ত সিনহার নাম। যশবন্ত সিনহা বর্তমানে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি। শরদ পওয়ার, ফারুখ আবদুল্লার পর এবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদের প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব ফেরালেন গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। কেন এমন সিদ্ধান্তের পথে হাঁটলেন, সোমবার এক বিবৃতি দিয়ে তাও স্পষ্ট করে দিলেন গান্ধীজির দৌহিত্র। তিনি জানান, রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে যৌথভাবে বিরোধীরা যে তাঁর নাম বিবেচনা করেছে, তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। কিন্তু বিরোধীদের 'আরও ভাল' প্রার্থীর কথা ভাবতে অনুরোধ জানিয়েছেন গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। তিনি মনে করছেন, বর্তমানে রাষ্ট্রপতি পদে এমন একজনকে প্রার্থী করা প্রয়োজন, যিনি জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। পওয়ারের বিকল্প হিসাবে প্রথম নামটি ভাবা হয়েছিল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর। জানা গিয়েছিল, বিরোধীদের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁর নামটি প্রস্তাব করেছিলেন। গান্ধী পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল। একাধিক দেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করেছেন। কংগ্রেস এবং তৃণমূল দুই শিবিরের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ভাল। এর আগে ২০১৭ সালে উপরাষ্ট্রপতি পদেও লড়াই করেছেন তিনি। তাঁর পাশাপাশি উঠে আসে ফারুক আবদুল্লার নাম। কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও মমতার পছন্দের তালিকায় ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনিও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। এবার সেই পথেই হাঁটলেন গোপালকৃষ্ণ গান্ধী।

এ নিয়ে আগামী কাল, মঙ্গলবার দিল্লিতে পওয়ারের ডাকা বৈঠকে ফের একত্রিত হবে বিরোধী শিবির। যদিও এই বৈঠকে থাকবেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের তরফে হাজির থাকবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তার আগেই রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে উঠে এল নতুন একটি নাম। তিনি যশবন্ত সিনহা। যিনি আবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি। সূত্রের খবর, যশবন্ত সিনহাকে নাকি ইতিমধ্যেই সমর্থন জানিয়েছে কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল। মঙ্গলবারের বৈঠকের পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে বিরোধী শিবিরের ছবিটা আরও স্পষ্ট হবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিশ্বভারতীতে অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ ছাত্রছাত্রীদের

বোলপুর, ২০ জুন (হি. স.) : পড়ুয়া বিক্ষোভ অব্যাহত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। সোমবার অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে পরীক্ষা বয়কট করে বিশ্বভারতীর পদ্মা ভবনের সামনে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ।

তাদের দাবি, করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর পর্যাপ্ত পরিমান ক্লাস হয়নি। রাজ্য তথা দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। শুধু বিশ্বভারতীতে নেওয়া হচ্ছে না। এখানেও অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া হোক। সোমবার দিন পদ্মা ভবনে ১০টা থেকে প্রাচীন ইতিহাসের স্নাতকোত্তর চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা ছিল।

কিন্তু অগ্নিপথ পরিস্থিতির জন্য বিভিন্ন ট্রেন বাতিল হয়েছে ফলে অনেক পড়ুয়া আসতে পারেনি। অনেকে বন্যা পরিস্থিতির জন্য বাইরে আটকে রয়েছে। তাই পরীক্ষা বয়কটের ডাক দিয়ে তারা বিক্ষোভ দেখায়। যতক্ষণ না তাদের দাবি মানা হবে ততক্ষণ বিক্ষোভ চলবে বলে জানিয়েছে পড়ুয়ারা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বন্যাত্রাণ প্রদানে কোনও কার্পণ্য নয়, সরকার যে কাজ করছে মানুষকে তা অবশ্যই জানাতে হবে, বন্যা পরিস্থিতিতে জেলাশাসকদের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২০ জুন (হি.স.) : বন্যাত্রাণ প্রদানে কোনও কার্পণ্য করা চলবে না। সরকার যে কাজ করছে মানুষকে তা অবশ্যই জানাতে হবে। আজ সোমবার বন্যা পরিস্থিতির খোঁজখবর নিয়ে রাজ্যের সব জেলাশাসকদের এই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ সকালে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জনতাভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের সব জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন উদ্বিগ্ন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা সব জেলাসাসককে বলেছেন, যখন যে সহায়তার দরকার পড়বে সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁকে জানানো হয়। তাঁর কার্যালয় ২৪ ঘণ্টা সচল।

বৈঠকে বরাক উপত্যকার বন্যা পরিস্থিতির খোঁজ নিতে গিয়ে কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লিকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, শিশুদের খাবার ও পানীয় জলের অভাব রয়েছে কি না? যদি হয়, তা-হলে গুয়াহাটি থেকে পাঠানো হবে। এছাড়া আগামীকাল থেকে বরাক উপত্যকায় পেট্রোল-ডিজেল পাঠানো হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জেলাশাসককে আশ্বস্ত করেছেন। করিমগঞ্জের জেলাশাসককে তিনি জানিয়েছেন, শিলচর ও করিমগঞ্জের মধ্যে সড়ক পরিষেবা ব্যাহত হলে হেলিকপ্টারে করে পণ্য সরবরাহ করা হবে। বন্যা পরিস্থিতিতে কয়েকজন জেলাশাসকের কাজে অত্যন্ত অসন্তোষ ব্যক্ত করে ধমক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বন্যার্তদের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছাতে তাঁরা হেয়ালি করায় অসন্তুষ্ট তিনি। বন্যাত্রাণ পেতে মানুষের ক্যাম্পে থাকা উচিত কি না, তা-ও কোনও কোনও জেলাশাসককে প্রশ্ন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বজালির জেলাশাসককে মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন, কেন বন্যাক্রান্ত শিশুগুলি আজ ৪-৫ দিনের মধ্যে বেবি ফুড পাচ্ছে না? মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নে দায় ঝেড়ে জেলাশাসক দোষ চাপানোর চেষ্টা করেছিলেন সিডিপিওর ঘাড়ে। এতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্দেশ না দিয়ে নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে কি না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। আজই সন্ধের মধ্যে বিষয়টি নিশ্চিত করতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দির জেলাশাসকদের কাছ থেকে বন্যা পরিস্থিতির খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বলেছেন, ২৪ ঘণ্টা তাঁর দফতর খোলা, যে কোনও প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন, তিন জেলাশাসককে বলেছেন ড় শর্মা। তিনি তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন, সাহায্যের জন্য অর্থের অভাব নেই। রাজ্যের প্রতিটি মুহূর্তের খবর নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, ভিডিও কনফারেন্সে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এদিকে জেলাশাসকদের ভিডিও কনফারেন্সে স্বাস্থ্য দফতরের প্রধান-সচিব, কোনও অধিকর্তা উপস্থিত না থাকায় নারাজ হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি বন্যা কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করতে স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া রাজ্যের সব বন্যা কবলিত রাজস্ব সার্কল এলাকায় একটি করে মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জল শুকিয়ে যাওয়ার পর এই স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করতে বলেছেন মুখ্যামন্ত্রী। কেননা, জল শুকিয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি থাকে। তাই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের নির্দেশ দিয়ে এ ব্যাপারে এসওপি তৈরি করতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তকে বলেছেন তিনি।

নলবাড়ির বড়শিমলুয়া এবং বন্যা কবলিত এলাকায় সেনাবাহিনীর নৌকা সহযোগে গুর্গতদের সহায়তা করতে জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী জয়ন্তমাল্ল বরুয়াকেও বড়শিমলুয়া এলাকা পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

কামরূপ ও দরং জেলার বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিকে তিনদিন ওই দুই জেলায় অবস্থান করে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। কেবল তা-ই নয়, তিনদিন পর রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোথা থেকে শুরু করবেন তা-ও বলে দিয়েছেন। বলেছেন, প্রথমে যাবেন হাজো, তারপর দরং। জেলাশাসক ও মহকুমাশাসকদের মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশ, মানুষকে বন্যাত্রাণ পেতেই হবে। বন্যাত্রাণ যাতে বন্ধ না হয়, সে জন্য প্রসিজিওরের কথা বলে কোনও অবস্থায় ত্রাণ দেওয়া বন্ধ করা চলবে না। মানুষকে আগে উদ্ধার ও বন্যাত্রাণ পেতে হবে। প্রসিজিওরের মধ্যে না পড়লে আমরা সিএম রিলিফ ফান্ড বা এসওপিডি-র মাধ্যমে টাকা রিলিজ করব। তবুও বন্যাত্রাণ ছাড়া কোনও মানুষ যেন না থাকেন, এ ব্যাপারে কোনও অভিযোগ যেন তাঁর কানে না আসে, তা-ও শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় এয়ার ড্রপিংয়ের ব্যবস্থা করতে বলেছেন তিনি। জেলাশাসকদের উদ্দেশ্য বলেন, মনে রাখবেন, সরকার কী কাজ করেছে, তা মানুষকে জানতে হবে। সর্বাবস্থায় বন্যাত্রাণের ব্যবস্থা করতে সব জেলাশাসকের কাছে বারবার আহ্বান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া, প্রত্যেক সার্কল অফিসার এবং সহকারী সার্কল অফিসারকে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব দিতে তিনি তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী আধিকারিক ও কর্মচারীদের ভাগ করে দিতেও জেলাশাসকদের বলেছেন তিনি। পাশাপাশি বন্যাক্রান্ত জেলাগুলিতে ডেরা পেতে বসার নির্দেশ দিয়েছেন সব মন্ত্রীকে। তবে এই নির্দেশ থেকে বাইরে রাখা হয়েছে দুই মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা এবং ডা. রণোজ পেগুকে। এছাড়া সব জেলার অভিভাবক-সচিবদেরও বন্যার্তদের সাহায্যে গরিমসি না করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

করিমগঞ্জ জেলায় চলমান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচটি রাজস্ব সার্কলের ২৩৫টি গ্রামের ৮৮৪০৮ জন

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : চলতি বন্যায় করিমগঞ্জ জেলার পাঁচটি রাজস্ব চক্রের ২৩৫টি গ্রামের মোট ৮৮ হাজার ৪০৮ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। যার মধ্যে করিমগঞ্জ রাজস্ব চক্রে ১৩,১৫০ জন, বদরপুরে ১০,৮৩৩, নিলামবাজারে ২৫,১৪৬, পাথারকান্দিতে ৫,২৫০, রামকৃষ্ণনগরে ৩৪,৪২৫ জন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

এর মধ্যে বেশি দুর্গত করিমগঞ্জ রাজস্ব চক্রের ১৫০ জন এবং নিলামবাজারে ২৬৮ জনকে এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা উদ্ধার করে ত্রাণশিবিরে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। জেলায় ৩২টি ত্রাণকেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর মধ্যে করিমগঞ্জে ১৯, বদরপুরে ১১, পাথারকান্দিতে দুটি। এছাড়া ৪৯টি কেন্দ্রে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে করিমগঞ্জে ১৯টি, বদরপুরে ৮-টি, নিলামবাজারের ৬-টি, পাথারকান্দিতে ৪-টি এবং রামকৃষ্ণনগরে ২৫টি কেন্দ্র রয়েছে। ত্রাণশিবিরে রয়েছেন মোট ১০ হাজার ৩০৪ জন বন্যাক্রান্ত। এঁদের মধ্যে বদরপুরে ৯৫৯, করিমগঞ্জে ৯,৩০৩ এবং পাথারকান্দিতে ৪২ জন। এবারের বন্যায় এ পর্যন্ত করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজারে তিনজন এবং রামকৃষ্ণ নগরে একজনের জীবনহানি ঘটেছে। জেলার ত্রাণ শিবির সহ অন্যান্য স্থানে ৩৭টি মেডিক্যাল টিম পরিষেবা চালিয়ে যাচ্ছে।

জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, রবিবার পর্যন্ত ৮০ হাজার ৩৭৪ জন বন্যাক্রান্তকে ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। সামগ্রীগুলো যথাক্রমে চাল ১৪৬৮.৫ কুইন্টাল, ডাল ২৯৫.৮৬৫ কুইন্টাল, লবণ ৯৪.৮৬৬৬ কুইন্টাল, সর্ষের তেল ৫৩০৭.৬ লিটার। এছাড়া অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী যেমন বিস্কুট, মশার কয়েল, মোমবাতি, ব্লিচিং পাউডার, সেনিটারি ন্যাপকিন, দিয়াশলাই বাকসো, আমূল তাজা ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে।

এদিকে জেলা প্রশাসন থেকে সবধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ত্রাণকেন্দ্রগুলিতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

২৬ আসনের ত্রয়োদশ কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের সব সদস্যের পদ ও গোপনীয়তার শপথ

ডিফু (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : ত্রয়োদশ কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে জয়ী বিজেপির ২৬ জন সদস্য আজ সোমবার শপথগ্রহণ করেছেন। কারবি যুব মহোৎসবস্থলে কারবি পিপলস প্রেক্ষাগৃহে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের ২৬ জন বিজেপি সদস্যকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন কারবি আংলং জেলার জেলাশাসক দিবাকর নাথ।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ষষ্ঠ তফশিলের প্রধান অসমের রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

প্রথমে শপথবাক্য পাঠ করেন বিথুং রেংখেমা পরিষদীয় আসনের বিজয়ী প্রার্থী তথা কারবি পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং। তার পর একে একে কারবি পরিষদের নির্বাচনে বিজেপির সব বিজয়ী সদস্যকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করান জেলাশাসক দিবাকর নাথ।

এদিন হাওরাঘাট পরিষদীয় সমষ্টি থেকে বিজেপির বিজয়ী প্রার্থী অজিতকুমার দে কারবি ভাষায় শপথবাক্য পাঠ করেছেন। সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন।

তার পর কারবি পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত করা হবে তারপরই কার্বি পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্যের নাম ঠিক করে তালিকা রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। তবে এবারও কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রংহাংই হবেন তা নিশ্চিত।

সতীর্থ পুলিশকর্মীর বিশেষ অঙ্গ স্পর্শ করে বরখাস্ত কনস্টেবল

লন্ডন, ২০ জুন (হি.স.) : সহপুলিশকর্মীর বিশেষ অঙ্গ স্পর্শ করে চাকরি হারালেন ইংল্যান্ডের এক পুলিশকর্মী। ইংল্যান্ডের উইলশায়ারে ঘটেছে এমন ঘটনা। যৌন হয়রানির অভিযোগে অভ্যন্তরীণ তদন্তের পর বিচারক ওই পুলিশকর্মীকে বরখাস্তের নির্দেশ দিলেন। আদালতের তরফে বলা হয়েছে, ইংল্যান্ডের কোথাও তাঁকে পুলিশের চাকরিতে বহাল করা যাবে না।

উইলশায়ার পুলিশ বিভাগের পুলিশকর্মী অ্যাডাম রিডস এক সহকর্মীর লিঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, লিঙ্গের আকার নিয়েও মজা করেন। এর ফলেই বিপাকে পড়লেন অ্যাডাম রিডস নামের এক পুলিশ কনস্টেবল। ঘটনার পাঁচদিনের শুনানির পর উইলশায়ার পুলিশ বিভাগ বিনা নোটিসে অভিযুক্ত পুলিশকর্মী অ্যাডাম রিডসকে যাবতীয় দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উইলশায়ার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে। পুলিশের চাকরিতে সদ্য যোগ দেওয়া সতীর্থকে হেনস্তা করেন রিডস। অভিযোগ, তিনি সতীর্থ তরুণ পুলিশ কর্মীর প্যান্টের চেন খুলে লিঙ্গে হাত দেন। এবং চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, এর লিঙ্গ তো খুবই ছোট! গোটা ঘটনাটি ঘটান অন্য পুলিশকর্মীদের সামনেই।

স্বভাবতই এই ঘটনায় অপমানিত বোধ করেন ওই তরুণ পুলিশকর্মী। রিডসের সামনে কিছু বলতে না পারলেও পরে পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ জানান তিনি। এরপরেই রিডের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। সম্প্রতি আদালতে শুনানির সময় রিড স্বীকার করেন, যে তিনি এই কাজ করেছেন। তবে সাফাই দেন, সবটাই করেছিলেন নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়া সহকর্মীর সঙ্গে নেহাত মজা করার জন্যে। আজ তাঁর ফলেই তাঁকে পুলিশ বিভাগ থেকে বরখাস্ত করা হল।

আদালত নির্দেশ দিয়েছে, পুলিশ বিভাগ সমস্ত দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেবে দোষী অ্যাডাম রিডসকে। বিচারকের মন্তব্য, এই ধরনের আচরণ কখনই মনে নেওয়া যায় না। তিনি ইংল্যান্ডে পুলিশের চাকরি করতে পারবেন না। এই বিষয়ে ইউকে পুলিশের সহকারী প্রধান কনস্টেবল বলেন, "রিডের এই আচরণ কেবল অসঙ্গতই নয়, এতে সহকর্মীদের মর্যাদাহানী হয়েছে। এর জন্য উপযুক্ত শাস্তিই হওয়া উচিত। তার বিরুদ্ধে এবার জাতীয় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। যাতে করে সে ভবিষ্যতে পুলিশে চাকরি করতে না পারে।" -হিন্দুস্থান সমাচার /

পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেন ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ

প্যারিস, ২০ জুন (হি.স.) : ফরাসি রাজনীতিতে অচলাবস্থা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হলেও পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালেন ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। জাতীয় আইনসভার ৫৭৭টি আসনের মধ্যে ম্যাক্রোঁর জোট পেয়েছে ২৪৫টি আসন। এর ফলে জাতীয় আইনসভার রাশ হাতে না থাকলে এক একটি বিল পাশ করতে ম্যাক্রোঁকে প্রবল বেগ পেতে হবে।

রবিবার জাতীয় নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটে ভোট গ্রহণ হয়। সোমবার জাতীয় আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর মধ্যপন্থী জোটকে ২৮৯টি আসন পেতে হত।

কিন্তু জাতীয় আইনসভার ৫৭৭টি আসনের মধ্যে ম্যাক্রোঁর জোট পেয়েছে ২৪৫টি আসন। ক্ষমতাসীন জোটের এই বিপর্যয়ে ফ্রান্সে রাজনৈতিক অচলাবস্থা তৈরির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তবে ম্যাক্রোঁ অন্যান্য দলের সঙ্গে জোট গঠনে সক্ষম হলে এ পরিস্থিতি এড়াতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এই নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত ভাল ফলাফলে পার্লামেন্টে নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছে বাম দলীয় জোট এবং দক্ষিণপন্থী দল। নির্বাচনের আগে ম্যাক্রোঁ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে তাঁর মধ্যপন্থী জোট 'এনসেম্বল' বহু আসন হারিয়েছে। কট্টর বামপন্থী নেতা জ্যঁ-লুক মিলশ্যঁ কমিউনিস্ট ও পরিবেশপন্থী গ্রিন্স-সহ মূলধারার বামপন্থী দলগুলোর জোট 'নিউফ' বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছে। জাতীয় পরিষদের ১৩১টি আসনে জয় পেয়ে নিউফ প্রধান বিরোধীদল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই জোটের বাইরে থাকা অন্যান্য বাম দল আরও ২২টি আসন জিতেছে। ফলে বৃহত্তর বাম জোটের মোট আসন দাঁড়িয়েছে ১৫৩টি আর তাতে তারাই জাতীয় পরিষদে বৃহত্তম বিরোধীদলীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আইনি প্রক্রিয়া শেষে পি কে হালদারকে ফেরত পাঠাবে ভারত : এ কে আব্দুল মোমেন

মনির হোসেন,ঢাকা,২০ জুন।। আইনি প্রক্রিয়া শেষে পি কে হালদারকে ফেরত পাঠাবে ভারত। এমনটা জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। এছাড়া পদ্মা সেতুর জন্য অভিনন্দনও জানিয়েছে দেশটি। বিষয়গুলো নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে দিল্লিতে জয়েন্ট কনসালটেটিভ কমিশনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানান।

সোমবার (২০ জুন) রাতে দিল্লি থেকে ঢাকায় ফেরার পর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এসব বলেন তিনি। দিল্লি সফরে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, বাণিজ্যমন্ত্রী, জ্বালানিমন্ত্রীসহ অনেকের সঙ্গে দেখা করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন।

বৈশ্বিক সমস্যার কারণে এ অঞ্চলে যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে সেটা নিয়ে জয়শঙ্করের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। অন্য জায়গায় সংঘাত হলে আমাদের ওপর কম প্রভাব পড়ে। আমরা এ নিয়ে একসঙ্গে কাজ করবো। এ অঞ্চলে একটা দেশ সমস্যায় পড়েছে এবং এ ধরনের ঝামেলা যেন আর না হয় সেজন্য আমাদের একে অপরকে সহায়তা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমাদের সাপ্লাই চেইন ও স্থিতিশীলতা যেন বাধাগ্রস্ত না হয় সেজন্য একসঙ্গে কাজ করতে আমরা সম্মত হয়েছি। বাংলাদেশ ভারত থেকে ১০ লাখ টন গম আমদানি করবে জানিয়ে তিনি বলেন, মাঝে তারা কিছু বিধিনিষেধ দিয়েছিল। এখন তুলে নিয়েছে। যারা ইতোমধ্যে এলসি খুলেছে তারা আমদানি করতে পারবে। ভারত এটা যাচাই-বাছাই করবে।

দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিল্লি সফর নিয়ে কী আলোচনা হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সফরের বিষয়ে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ নিয়ে আলোচনা করছি। আগস্টে যাওয়া যাবে না। এছাড়া সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় ভাগে তিনি (প্রধানমন্ত্রী) জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে যোগ দেবেন। তারাও সেভাবে একটি তারিখ দিয়েছে। আব্দুল মোমেন বলেন, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য গত এপ্রিলে জয়শঙ্কর ঢাকায় এসে প্রধানমন্ত্রীকে দিল্লি সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পানিসম্পদমন্ত্রীদের বৈঠক জেআরসির জন্য বারবার তাগাদা দিলেও ভারত এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা বারবার উদ্যোগ নিয়েছি জেআরসি বৈঠক করার। কিন্তু তারা শুধু বলে যে হবে। এখনও নির্দিষ্ট তারিখ পাইনি। আশা করবো প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে জেআরসি বৈঠক হবে। তিনি আরও বলেন, কয়েকটি নদীর সীমানা চিহ্নিত করা নিয়ে সমস্যার কথা উঠেছে। এবারের বৈঠকে প্রস্তাব করা হয়েছে যে যৌথভাবে এটি পর্যবেক্ষণ করা হবে।

বাংলাদেশে বন্যা ঠেকানো যাবে না। কিন্তু এর ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ভারতকে অনুরোধ করেছি তারা যদি আগেভাগে আমাদের ঢলের বিষয়ে সতর্ক করে তবে আমরা প্রস্তুতি নিতে পারি। এ বিষয়ে তারা নীতিগতভাবে সম্মত।

দুই দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের হিসাব অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে মোট বাণিজ্য ১৬০০ কোটি ডলার এবং ভারতের হিসাব মতে ১৮০০ কোটি ডলার। এরমধ্যে আমাদের রফতানি ২০০ কোটি ডলার। এটি বাড়ানো দরকার। বাংলাদেশের কিছু পণ্যের ওপর ভারত অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করেছে এবং সেটা প্রত্যাহারের জন্য সরকার অনুরোধ করেছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

রোহিঙ্গা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা তাদের বলেছি এর দ্রুত সমাধান না হলে এ অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ বাড়তে পারে, যা কারও জন্য ভালো হবে না। এজন্য তাদেরও এগিয়ে আসা উচিত। তারা চেষ্টা করবে বলেছে। সীমান্তে মালামাল নিয়ে ভারতের অনেক ট্রাককে দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় থাকতে হয়। আমাদের সঙ্গে রাজস্ব বোর্ডের সদস্যও গিয়েছিলেন। কীভাবে এই সময় কমানো যায় তা যৌথভাবে পরীক্ষা করে দেখা হবে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

তাড়াতাড়ি ফুরোচ্ছে রান্নার গ্যাস ? জ্বালানির সাশ্রয় করতে মেনে চলুন সহজ নিয়মগুলি

করোনা পরিস্থিতিতে হাত বেশ টানাটানি। মাগ্গিগণ্ডার বাজারে সংসার চালাতে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে। কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়াচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী গ্যাসের দাম। সংসারের কর্তারা গৃহিনীদের পরামর্শ দিচ্ছেন, 'একটু দেখে বুঝে চালাও। যতটা সাশ্রয় করা যায় আর কী!" কিন্তু সংসারের কর্তীরাই বা কী করবেন? ওয়ার্ক ফ্রম হোমে ঘন ঘন চায়ের ফরমায়েশ থেকে ছেলেমেয়ের জন্য মুখরোচক খাবার বানানো। এই রুটিন তো চলছে হরদম। গ্যাস বাঁচবে কীভাবে?

ভেবে ভেবে উপায় বের করতে পারছেন না তাঁরা। তাই গৃহকর্তীদের জন্য রইল রান্নার গ্যাস সাশ্রয়ের সহজ কিছু টিপস। গ্যাস বাঁচানোর বহু ভুল উপায় জানেন অনেকে। সেই মিথগুলোও ভাঙা দরকার। রান্নার সময় উপকরণ আর সরঞ্জাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখবেন না। গ্যাস অন করার আগে হাতের কাছে গুছিয়ে ফেলুন সবকিছু। এই ট্রিকস মানলে সময় আর গ্যাস বাঁচবে দুই-ই

কড়াই বা ফ্রাইং প্যানে রান্না করতেই অভ্যস্ত আমরা। এবার বদলে ফেলুন অভ্যেস। রান্না সারুন প্রেসার কুকারে। ঝঞ্ঝাট কম। সাশ্রয় হবে জ্বালানিও।

একান্তই যদি কড়াইতে রান্না করতে চান তবে অবশ্য কড়াই ঢাকা দিয়ে রান্না করবেন। তাতে সবজি যেমন তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে তেমন বাঁচবে মহামূল্যবান গ্যাসও। খোলা কড়াইতে রান্না করলে স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক গুন বেশি গ্যাস নষ্ট হয়। রান্নার পরিমান অনুযায়ী পাত্র ব্যবহার করা দরকার। দুধ থেকে সবজি সবকিছু এখন থাকে ফ্রিজের অন্দরে। রান্নার আগের মুহুর্তে আমরা তা বের করে সোজা রান্নার পাত্রে চালান করে দিই। কিন্তি আপনি কি জানেন এতে কত বেশি গ্যাস নষ্ট করছেন? রান্নার অন্তত ৩-৪ ঘণ্টা আগে সবজি, দুধ বের করে রাখুন। রুম টেম্পারেচারে এলে রান্না করুন। তাতে গরম হতে সময়ও কম লাগবে। বাঁচবে রান্নার গ্যাসও।

রান্না করার সময় জল ব্যবহার করতে হবে পরিমিত। অত্যাধিক জল ব্যবহার করলে সেই জল শুকতে গ্যাস খরচ হয় বেশি। রান্নার আঁচ হবে মাঝারি।

মাংস সিদ্ধ করতে যেমন সময় লাগে তেমনই খরচ হয় জ্বালানি। তাই রান্নার আগে মাইক্রোওয়েভে সিদ্ধ করে নেওয়া ভাল। আর সেই উপায় না থাকলে প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করে নিন। আর গ্রিল করার জন্য খবরদার গ্যাস ব্যবহার করবেন না। গ্রিল করার জন্য টোস্টার বা ওভেন ব্যবহার করুন। করোনা আবহে বেশ কয়েকবার জল গরম হচ্ছে। বানাতে হচ্ছে চা-ও। এই জল একেবারে বেশি পরিমানে গরম করে রাখলে সুবিধা হবে। পরিশ্রমের পাশাপাশি সাশ্রয় হবে রান্নার গ্যাসও। এই কাজে ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার অথবা সোলার হিটারও ব্যবহার হতে পারে।

কোভিডের ধাক্কায় বেসামাল দেশ বড়সড় ক্ষতির মুখে বলিউড-টলিউড

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ভয়াবহ করোনার দাপটে বেসামাল চলচ্চিত্র জগৎ। টলিউড হোক বা বলিউড কিংবা হোক দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, সর্বত্রই ছবিটা এক। অতিমারীর ছোবলে বেপথু হয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুভি ইন্ডাস্ট্রির উপার্জন কমেছে প্রায় অনেকটাই। ২০১৯ সালে যেখানে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের আয় ছিল ১৯,১০০ কোটি টাকা, সেটাই বর্তমানে কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৭,২০০ কোটি টাকায়। আর হবে নাই বা কেন? একে তো, করোনা সংক্রমণে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই অসুস্থ হয়েছেন, কারও কারও মৃত্যুও হয়েছে। এসবের প্রভাব এসে পড়েছে কাজের উপর। তার উপর সংক্রমণের জেরে ছোট পর্দা হোক বা বড় পর্দা, কাজ বন্ধ থাকায় অসুবিধার মুখে পড়েছেন অভিনেতা থেকে শুরু করে অন্যান্য বহু কলাকুশলীই। প্রেক্ষাগৃহগুলি প্রথমে দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ করা হয়েছিল। পরে আবার খুললেও ফের বন্ধ হয়। অতিমারীর সময়ে চলচ্চিত্র সময়ের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার দিনমজুর কাজ হারিয়েছেন। সংখ্যাটা প্রায় সাত লক্ষ। ফিকির রিপোর্ট বলছে, এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০০০ থেকে ১,৫০০টি সিঙ্গল স্ক্রিন থিয়েটার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মাল্টিপ্লেক্সগুলির অবস্থাও তথৈবচ। টিকিট বিক্রি থেকে আয়ের অঙ্কেও লক্ষণীয় ঘাটতি দেখা গিয়েছে। এখন যা ৪০০ মিলিয়ন, ২০১৯ সালে তা ছিল এর তিনগুণ বেশি। সব মিলিয়ে করোনা অতিমারীর জেরে চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলচ্চিত্র শিল্পের এই বেহাল দশা দেখে, প্রোডিউসার্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি, সিদ্ধার্থ রায় কাপুরের প্রতিক্রিয়া, "বছরটা খুব খারাপ গেল।" তবে অনেকেই মনে করেছিলেন, এই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হল, ছবি বা ওয়েব সিরিজের ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি। কিন্তু সিনে বিশেষজ্ঞরা তা মানছেন না। তাঁদের যুক্তি, যতটা ক্ষতি হয়ে গিয়েছে, তার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হল ছবির বড় পর্দায় মুক্তি। এসভিএফ-এর (শ্রীভেঙ্কটেশ ফিল্মস) এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, বিষ্ণু মোহতার কথায়, "সাধারণত আমরা বছরে ১০-১২টি ছবি রিলিজ করি। কোভিডের সময় ওটিটিতে আমরা মাত্র চারটি ছবির রিলিজ করতে পেরেছি।

বাংলার হেঁশেল- ঠাকুরবাড়ির রান্না

বাংলা ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য রান্নার বই ''পাকপ্রণালী'' প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে। তার বছর তিনেক পর আসে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর রান্নার মহাগ্রন্থ ১৯০২ এ। ঠাকুর বাড়ির হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে যে আশ্চর্য দক্ষতায় সুচারুভাবে তিনটি খণ্ড জুড়ে রান্নার বিষয়ে লিখেছিলেন তা অভাবনীয়। ঠাকুর বাড়ির আরেকজন মহিয়সী ইন্দিরা দেবী নিজে রান্না করতে না পারলেও ভালো রান্নার সমঝদার ছিলেন। শোনা যায়, বাজার সরকারের লম্বা খাতার ঢংয়ে একটি ডায়েরি বানিয়েছিলেন তিনি। যখনই কোথাও কোনও ভালো রান্না খেতেন তার রেসিপি সংগ্রহ করে লিখে রাখতেন সেই খাতায়। পরবর্তীকালে সেই অমূল্য খাতাটি তিনি দিয়ে যান আরেক গুণবতী কন্যে পূর্ণিমা ঠাকুর''কে। রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী রোজকার ক্ষুন্নিবৃত্তির বাইরে রান্নাও যে একটা শিল্প, সেকথা ভুলে যাই আমরা। অথচ বহু আটপৌড়ে বাঙালি রান্নাই নতুন চেহারা পেয়েছে ঠাকুরবাড়িতে ঢুকে। উপাদানের সামান্য তারতম্য আর রসিকজনোচিত প্রশ্রয়ে জোড়াসাঁকোর হেঁশেলে ঢুকে সাধারণ রান্নাই হয়ে উঠেছে অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রবল উতসাহী ছিলেন নিত্যনতুন রেসিপি উদ্ভাবনে। ''ঠাকুরবাড়ির রান্না'' নামের বইটিতে ঠাঁই পেয়েছে জোড়াসাঁকোর হেঁশেলের তেমনই নানা স্বাদের বৈচিত্র্যময় রান্নার বিপুল সম্ভার। রবিঠাকুরের জন্মদিনের প্রাক্কালে আজ যে দুটো রান্নার রেসিপি আমি দেবো, দুটোই লিপিবদ্ধ আছে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর রান্নার বইটিতে। সেকালের রান্নার স্বাদ-গন্ধ এক রাখতে পরিমাপগুলো একই রেখেছি-

মাটন হট কারি

উপকরণ- মাংস ৫০০ গ্রাম হলুদ ৪ ১/২ ইঞ্চি শুকনো লংকা ৬ টি মাঝারি পেঁয়াজ ২ টি আদা ৬ গ্রাম বড় পেঁয়াজ ১ টি ঘি ৩ চামচ ছোলার ছাতু ১ বড় চামচ নুন ১১/২ চামচ প্রণালী-

হলুদ, লংকা, আদা আর মাঝারি পেঁয়াজ বেটে নিতে হবে। মাংস ধুয়ে রাখো। বড় পেঁয়াজ চাকা কেটে রাখো।

ঘি দিয়ে তাতে বড় পেঁয়াজ দাও। আধা ভাজা হলে পেষা মশলা। ছাতু দাও। প্রায় মিনিট ১০ পরে জল টেনে আসলে জলের ছিটা দিয়ে আরও খানিকক্ষণ কষাতে হবে। এবার মাংস ছেড়ে কষো। আরও মিনিট পাঁচ ভাজো।তারপর প্রায় ৪ কাপ জল দিয়ে ঢাকা দাও। আবার মিনিট দশ পরে ফুটে উঠলে, হাঁড়ি দমে বসাতে হবে প্রায় ৪৫ মিনিট। দমে আস্তে আস্তে রান্না হবে, সুসিদ্ধ হবে মাংস।

সহজ জেলি

উপকরণ- জল ২ কাপ জেলি পাউডার ৪ চামচ চিনি ১/৪ কাপ কমলার রস ৩/৪ কাপ ফলের টুকরো পছন্দের মতো প্রণালী- জেলি পাওডার ভিজিয়ে রাখো। হাঁড়িতে জেলি র মিক্স আর চিনি দাও। মিনিট দশ ফুটে উঠলে কমলার রস মিক্স করবে। ওপরে ফেনা আসবে, ভালো করে ফুটে গেলে, ছাঁকনিতে ছেঁকে নেবে, তারপর কেকের মোল্ড-এ ঢেলে দাও। ফলের টুকরো মেশাও, ফ্রিজে রাখো। ৪-৫ ঘণ্টা পর খাবে। শমিতা হালদার, গুরগাঁও-এর বাসিন্দা, সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেও পেশায় একজন অনলাইন কুকিং ট্রেনার এবং হোম শেফ। যুক্ত আছেন রান্না সংক্রান্ত একাধিক ব্লগের সঙ্গে। বর্তমানে সারা দেশে এবং পৃথিবীর নানান প্রান্তে ছড়িয়ে আছে তাঁর ছাত্রছাত্রী। রান্না ছাড়াও দুস্থ বাচ্চা এবং মহিলাদের নিয়ে কাজ করেন। কোভিড আবহে সমাজকল্যাণমূলক নানা কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ব্যক্তিগুগত উদ্যোগে কোভিড পেশেন্টদের পরিবারে পাঠাচ্ছেন বেসিক মিল।

গলার সৌন্দর্য রক্ষায় করণীয়

বয়সের আগেই গলায় ভাঁজ পড়তে পারে। আর সেটা দেখতে মোটেই সুখকর নয়। কারণ অধিকাংশ মানুষই মুখ, হাত ও পায়ের সৌন্দর্যের দিকে খেয়াল রাখলেও গলার ত্বকের দিকে খুব একটা মনোযোগ দেন না।

যত্নের কারণে মুখ ও হাতপায়ের ত্বকের বয়সের ছাপ কমান গেলেও গলার ভাঁজে তা ফুটে ওঠে। রূপ বিশেষজ্ঞ ও 'রেড বিউটি স্যালনের' কর্ণধার আফরোজা পারভিন মুখ ও হাতপায়ের ত্বকের পাশাপাশি গলার ত্বকের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, "গলার ভাঁজ ও বলিরেখা বয়সের ছাপ সুস্পষ্ট করে তোলে। তাই ভাঁজ পড়ার আগেই এর প্রতি নজর দেওয়া উচিত।"

গলায় বলিরেখা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ হল গোসলের পরে তোয়ালে দিয়ে সঠিকভাবে পানি না মোছা। পারভিন বলেন, "গোসলের পরে তোয়ালে দিয়ে বেশ জোর প্রয়োগ করে বা এলোমেলোভাবে গলার ত্বক মুছলে ক্ষুদ্র ভাঁজের সৃষ্টি হয় যা বলিরেখা বাড়ায়।"

তাই তোয়ালে দিয়ে হালকাভাবের গলার ত্বক মোছার পরামর্শ দেন, এই রূপবিশেষজ্ঞ। গলার ত্বক ভালো রাখতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল এর আর্দ্রতা রক্ষা করা। যে কোনো ঋতুতেই আর্দ্রতা রক্ষা করতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন। সারাক্ষণ গলার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখা সম্ভব হলে বলিরেখা ধীর করা সম্ভব বলে জানান, তিনি। ময়েশ্চারাইজার কেবল ব্যবহার করলেই হবে না বরং তা ব্যবহার করতে হবে সঠিক উপায়ে।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "ময়েশ্চারাইজার নিচ থেকে ওপরের দিকে এবং গোলাকারভাবে মালিশ করতে হবে।" গলার ত্বকের বলিরেখা ও ভাঁজ কমানোর ঘরোয়া সমাধান হিসেবে কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল। কাঠবাদাম তেল এটা ভিটামিন ই সমৃদ্ধ যা সহজেই ত্বককে সতেজ ও প্রাণবন্ত করে এবং স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় ফলে গলার ভাঁজ দূর হয়। টক দই ত্বকে প্রাকৃতিক আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং মসৃণতা বাড়ায়। সপ্তাহে একবার এক টেবিল-চামচ টক দইয়ের সঙ্গে চার পাঁচ ফোঁটা জলপাইয়ের তেল মিশিয়ে ত্বকে মেখে হালকাভাবে মালিশ করুন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। অ্যালো ভেরা গলার ত্বকের বলিরেখা কমাতে অ্যালো ভেরা চমৎকার কাজ করে। অ্যালো ভেরার পাতা অথবা কিনতে পাওয়া যায় এমন জেল ত্বকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর সঙ্গে ভিটামিন ই ক্যাপ্সুল মিশিয়ে ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। অ্যালো ভেরার মাস্ক ব্যবহার করে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর কুসুম গরম পানি দিয়ে ত্বক ধুয়ে ফেলতে হবে।

কোভিড-প্রতিষেধক নেওয়ার পর নানা রমক শারীরিক সমস্যা ? কী করলে রেহাই পাবেন

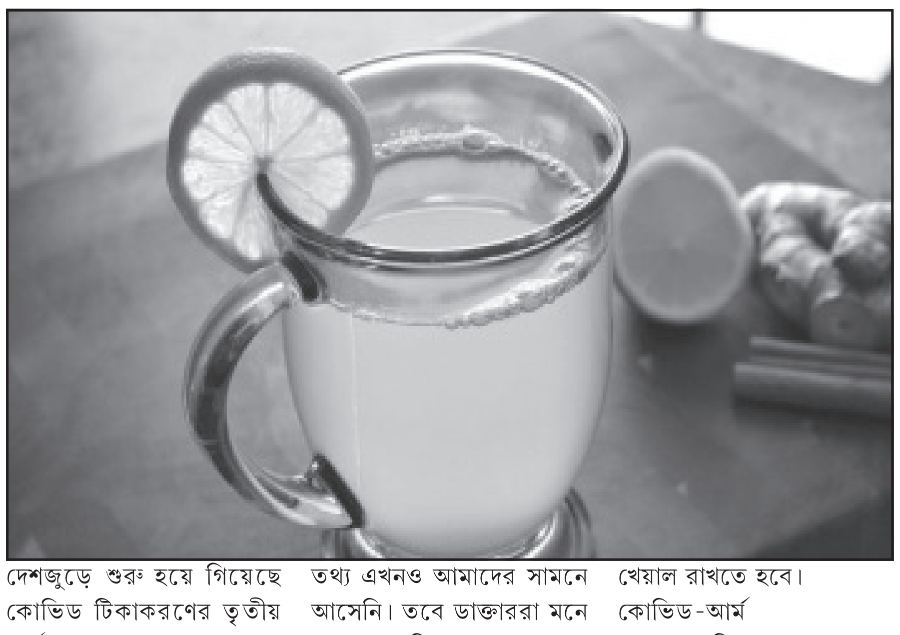

দেশজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে কোভিড টিকাকরণের তৃতীয় পর্ব। ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সিরাও এখন প্রতিষেধক নিতে পারছেন। কিন্তু অনেকেই প্রতিষেধকের পার্শপ্রতিক্রিয়ায় ভয় পাচ্ছেন। প্রথমেই বলে রাখা ভাল, টিকাকরণের পর যদি হালকা জ্বর, ক্লান্তি, গায়ে ব্যথা বা বমির প্রবণতার মতো কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখতে পান, তা হলে জানবেন সেটা সুখবর। কারণ তার মানে, আপনার শরীরে প্রতিষেধক কাজ করছে। এই উপসর্গগুলি অনেকটাই কোভিডের সঙ্গে মিলে যায়। সাধারণত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মিলিয়েও যায়। তবে এই পার্শপ্রতিক্রিয়াগুলি সামান্য অস্বস্তিকর হতে পারে। তাই কী করে রেহাই পাবেন, জেনে নিন।

ব্যথা কমানোর ওষুধ প্রতিষেধক নেওয়ার পর হাতে (যেখানে টিকা দেওয়া হয়েছে) ব্যথা হতে পারে। সারা গায়েও ব্যথা অনুভব করতে পারেন। ব্যথা কমানোর ওষুধ নিলে প্রতিষেধকের প্রভাব কমে যাবে, এমন কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনও আমাদের সামনে আসেনি। তবে ডাক্তাররা মনে করছেন, টিকাকরণ হওয়ার পরই কোনও পেনকিলার না নেওয়াই শ্রেয়।

জ্বর

অনেকেরই হালকা জ্বর হচ্ছে টিকা নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। বিশেষ করে দ্বিতীয় ডোজের পর। প্যারাসিটামল নিয়ে জ্বর কমাতেই পারেন। তবে ওষুধ না খেতে চাইলে জলপট্টি দিলেও সাময়িক ভাবে আরাম পাবেন।

বমির প্রবণতা

টিকা নেওয়ার পর একটু বমি বমি ভাব হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। লেবু-জল, আদা চা বা পিপারমেন্ট টি খেলে অনেকটাই ভাল লাগবে। কী খাচ্ছেন খেয়াল রাখুন। খুব তেল-মশলা দেওয়ার রান্না বা প্রসেস্‌ড ফুড টিকে নেওয়ার পর কয়েকদিন না খাওয়াই ভাল। প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়াও দরকার। শরীরের ক্লান্তি ভাব কমবে। জলের পাশাপাশি, ফলের রস, ঘোল, ডাবের জল, লস্যি, ফল-সব্জির স্মুদিও খেতে পারেন। ডিহাইড্রেশন যাতে কোনও মতেই না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

কোভিড-আর্ম

যে হাতে টিকা দেওয়া হচ্ছে, সেই হাতটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফুলে ব্যথা হতে পারে। একে বাল হচ্ছে কোভিড-আর্ম। ব্যথা দূর করতে বরফ লাগাতে পারেন। হাতের ফোলা ভাব বা র‍্যাশ কমবে বরফ লাগালে। হাত যাতে শক্ত না হয়ে যায়, তাই একটু একটু করে হাত নাড়ানো প্রয়োজন। হাতের কিছু সহজ স্ট্রেচিংয়ের ব্যায়াম করতে পারেন।

গায়ে ব্যথা

ক্লান্তি ভাব বা গায়ে ব্যথা কমানোর জন্য অল্প গরম জলে নুন মিশিয়ে স্নান করুন। দিনের শেষে এক গামলা গরম জল করে তাতে বাথ সল্ট দিয়ে পা ডুবিয়ে রাখতে পারেন।

শরীরচর্চা

টিকাকরণের পর হালকা ব্যায়াম বা যোগ ব্যায়াম করলেও উপকার পাবেন। তবে মনে রাখবেন, শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন। টানা ঘুম, পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং কিছু নিঃশ্বাসের ব্যায়াম দরকার। তাড়াহুড়ো করে কঠিন শরীরচর্চা শুরু করে দেবেন না।

হিমালয়ে গিয়েও শুনেছিলেন তুমি টাইটানিকের রোজ

অস্কার, এমি ও গ্র্যামিজয়ী হলিউড তারকা কেট উইন্সলেট ১৯৯৭ সালে তাঁর অভিনীত টাইটানিক ছবির অবিশ্বাস্য সফলতায় খুশি হয়েছিলেন, হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সবখানে টাইটানিক ছেয়ে যাওয়ায় তাঁর নাকি অপ্রস্তুত অস্বস্তিও হয়েছিল। এক ছবিতেই শোরগোল ফেলে দেওয়া তুমুল জনপ্রিয়তার ধাক্কা সামাল দিতে সময় লেগেছিল কেটের।

ক্যানডিস ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৪৪ বছর বয়সী কেট সম্প্রতি ২১ বছরের পুরোনো এক অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এভাবে: টাইটানিক-এ ছেয়ে গেল পুরো বিশ্ব। এর বছর দুয়েক পর আমি জলোচ্ছ্বাসের মতো আসা তারকাখ্যাতি থেকে ছুটি নিয়ে ছুটলাম ভারতে। হিমালয়ে হাঁটছিলাম। আমার পেছনে একটা লোক লাঠি নিয়ে এলেন। তাঁর বয়স ৮৫। এক চোখ অন্ধ। আমাকে দেখে বললেন, এই, তুমি টাইটানিক-এর সেই রোজ না? আমার চোখে পানি চলে এল। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলাম। বললাম, হ্যাঁ, আমিই সেই।"

কেট জানান, তিনি সব সময়ই বড় পর্দার অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই তুমুল তারকাখ্যাতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎই বিশ্বের সবাই তাঁকে নিয়ে আলাপ করা শুরু করল, অনেক কিছু লেখা শুরু হলো, যার বেশির ভাগই অসত্য।

শ্যাম্পু ব্যবহারে সুগন্ধময় কেশ

বেশ পরিপাটি হয়ে মাথা ঢেকে বের হলেও এই ঋতুতে ঘামের কারণে চুলের গোড়া ভিজে থাকে। আবার হঠাৎ বৃষ্টির কারণে চুলে লেগে থাকা পানি শুকাতেও সময় নেয়। ফলাফল মাথায় গন্ধ হওয়া আর চুলের বারোটা বাজা।

মাথার ত্বক ঠিক মতো পরিষ্কার না করলে, চুলে শুধু বাজে গন্ধই হয় না, সঙ্গে দেখা দিতে পারে খুশকি বা হতে পারে ফাঙ্গাসের আক্রমণ। তাছাড়া হিজাব ব্যবহার করলে চুল দূষণ ও ধুলাবালি থেকে রক্ষা পেলেও, মাথার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে ঘাম ও মাথার ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল বা সেবাম নিঃসরণের কারণে চুলকানি ও দুর্গন্ধ দেখা দেয়।

তাই বাতাস চলাচল করতে পারে এরকম কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা উচিত। পাশাপাশি প্রতিদিন পরিষ্কার হিজাব ব্যবহার করতে হবে। মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখা, খুশকি দূর করা চুল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুগন্ধময় কেশের জন্য একক সমাধান হিসেবে ব্যবহার করা যায় 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু।

এতে থাকা বিভিন্ন উপাদান ময়লা ভালো মতো পরিষ্কার করে। খুশকির সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর এর সুগন্ধ কেশ দুর্গন্ধ মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

আর শ্যাম্পু করার সময়, আগে ও পরে যদি কিছু নিয়ম মেনে চলা হয় তবে শ্যাম্পুর পুরো উপকারটা পাওয়া যায়।

স্টিম করা: মুখে স্টিম নিলে গভীর থেকে যেমন তেল ময়লা বেরিয়ে আসে, চুলের বেলাতেও তাই। স্টিম নিলে চুলের গোড়ায় জমে থাকা সেবাম, খুশকি ও ময়লা আলগা হয়ে উঠে আসে। এজন্য একটা তোয়ালে গরম পানিতে ডুবিয়ে নিংড়ে মাথায় জড়িয়ে রাখতে হবে ২০ মিনিট। তারপর শ্যাম্পু করতে হবে।

মালিশ: শ্যাম্পু করার আগে চুলের গোড়ায় আঙুল দিয়ে কয়েক মিনিট মালিশ করে নিলে ময়লাগুলো আলগা হয়ে উঠে আসবে, দুর্বল চুলও উঠে যাবে।

ঠাণ্ডা পানিতে শ্যাম্পু: গরম পানি চুলের স্বাভাবিক তেল নষ্ট করে। ফলে রুক্ষ হয়ে যায় চুল। অন্যদিকে ঠাণ্ডা পানি চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। তাই সবসময় ঠাণ্ডা বা কুসুম গরম পানি মাথায় ঢালতে হবে। ফলে শ্যাম্পু করার পর চুল অনেক বেশি উজ্জ্বল আর চকচকে দেখাবে।

শ্যাম্পুর উপাদান: প্যারাবেন বা সালফেট মুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। এই দুই রাসায়নিক মাথার ত্বকে প্রদাহ বা অ্যালার্জির কারণ হয়ে উঠতে পারে, তা ছাড়া ক্যান্সারের কারণ হিসেবেও এই দুটি রাসায়নিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পুতে এই দুই উপাদান নেই।

শ্যাম্পু লাগাতে হবে মাথার ত্বকে: অর্থাৎ প্রথমে চুলে নয় আগে 'স্ক্যাল্প' বা চুলের গোড়ায় শ্যাম্পু মাখাতে হবে। চুলে শ্যাম্পু লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই এর স্বাভাবিক তেলের আস্তরণটি নষ্ট হয়ে যায়, চুল রুক্ষ বিবর্ণ হয়ে পড়ে। তাই শ্যাম্পু শুধুমাত্র স্ক্যাল্পেই লাগাতে হয়। ভালো করে ঘষে ফেনা করে নিতে হবে। সেই ফেনাই বাকি চুলে লেগে চুল পরিষ্কার রাখবে। শ্যাম্পুর সময় হালকা মাসাজ করুন: শ্যাম্পুতে ফেনা তোলার জন্য আঙুলের ডগা দিয়ে চুলের গোড়ায়, মাথার তালুতে কোমলভাবে মালিশ করুন। স্ক্যাল্পে জমে যাওয়া ময়লা উঠে আসবে। তাছাড়া মালিশের ফলে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন হবে, ফলে চুলের গোছও ভালো থাকবে।

অনেকক্ষণ ধরে শ্যাম্পু না করা: ভেজা অবস্থায় চুল খুব স্পর্শকাতর অবস্থায় থাকে, সামান্য এদিক ওদিক হলেই তা ভেঙে ঝরে যেতে পারে। তাই বেশিক্ষণ ধরে শ্যাম্পু করলে চুল দুর্বল হয়ে যায়। চুল ভেজানোর পর ১৫ মিনিটের মধ্যে শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনিং, দুটোই সেরে ফেলতে হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বরা। ছবি ঃ নিজস্ব

বেঙ্গালুরুর আইআইএসসি-র ব্রেন রিসার্চ সেন্টারের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

বেঙ্গালুরু, ২০ জুন (হি. স.) : সোমবার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স (আইআইএসসি) বেঙ্গালুরুতে সেন্টার ফর ব্রেন রিসার্চ (সিবিআর) উদ্বোধন এবং বাগচি পার্থসারথি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেনপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী টুইট করেছেন, 'আইআইএসসি বেঙ্গালুরুতে সেন্টার ফর ব্রেন রিসার্চ গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন করতে পেরে আনন্দিত। আমি খুশি কারণ আমিও এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সম্মান পেয়েছি। স্নায়বিক ব্যাধিগুলি কীভাবে পরিচালনা করা যায় সে বিষয়ে কেন্দ্রটি গবেষণার অগ্রভাগে থাকবে।' অন্য একটি টুইটে বলা হয়েছে, "এমন সময়ে যখন প্রতিটি জাতিকে স্বাস্থ্যসেবাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে, বাগচি পার্থসারথি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের মতো প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। আগামীদিনে এটি স্বাস্থ্যসেবা ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে এবং এই ক্ষেত্রে অগ্রগামী গবেষণাকে উৎসাহিত করবে।' এদিন কর্ণাটকের দুদিনের সফরে বেঙ্গালুরুতে এসে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী মোদী।কর্ণাটকের রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট, মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোমাই, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান।

কাশ্মীর উপত্যকায় ২৪ ঘন্টায় সাত সন্ত্রাসবাদী খতম, এ বছর নিকেশ হল ১১৪ সন্ত্রাসবাদী

কুপওয়ারা, ২০ জুন (হি. স.) : কাশ্মীর উপত্যকায় নিরাপত্তা বাহিনী ৩০ জুন থেকে শুরু হওয়া অমরনাথ যাত্রায় বাধা দিতে প্রস্তুত সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করতে অভিযান শুরু করেছে। উপত্যকায় গত ২৪ ঘন্টায় নিরাপত্তা বাহিনী তিনটি পৃথক এনকাউন্টারে ৭ সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করেছে। এর মাধ্যমে এ বছর এ পর্যন্ত মোট ১১৪ জন সন্ত্রাসীকে খতম করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী গত ২৪ ঘন্টায় সাত সন্ত্রাসবাদীকে খতম করেছে। এর মধ্যে কুপওয়ারারায় চারটি, কুলগামে দুটি এবং পুলওয়ামায় একজন রয়েছে। এই সময় নিরাপত্তা বাহিনী কুপওয়ারারায় চার সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করেছে। নিহত ও গ্রেফতার হওয়া সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। আইজিপি কাশ্মীর বিজয় কুমার বলেন, গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী কাশ্মীর উপত্যকায় সাত সন্ত্রাসবাদীকে হত্যা করেছে।

কুপওয়ারা জেলার লোলাব এলাকায় রবিবার বিকেল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত চলা এনকাউন্টারে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে চার সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে। কুপওয়ারা জেলার লোলাবে নিহত চার সন্ত্রাসীর মধ্যে একজন পাকিস্তানি। তিনি বলেন, গত দশ দিনে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ২৪ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। এই বছর এখনও পর্যন্ত, কাশ্মীর উপত্যকায় ৩২ বিদেশী সন্ত্রাসবাদী সহ মোট ১১৪ জন সন্ত্রাসবাদীকে নিকেশ করা হয়েছে।

সোলান: টিম্বার ট্রেইল হোটেলের রোপওয়ে বিভ্রাট, আটকা পড়েছেন ১১ জন

সোলান, ২০ জুন (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশের সোলানে রোপওয়ে বিভ্রাট। সোমবার দুপুরে পারওয়ানুতে জাতীয় সড়কে অবস্থিত টিম্বার ট্রেইল হোটেলের রোপওয়ের ট্রলিতে ১১ জন আটকা পড়েছিল, যার মধ্যে দুইজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গেছে সোমবার দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে টিম্বার ট্রেইল হোটেলের রোপওয়ে ট্রলিটি ১১ জন নিয়ে নামার সময় কারিগরি ত্রুটির কারণে ট্রলিটি মাঝপথে আটকে যায়। পরে পুলিশ ও দমকলকে খবর দেওয়া হয়। দমকল ও পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধার কাজ শুরু করে এবং দুজনকে উদ্ধার করেছে। ট্রলিতে কতজন পুরুষ, মহিলা ও শিশু রয়েছে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। পারওয়ানুর ডিএসপি প্রণব চৌহান বলেছেন, উদ্ধারকারী দল ২ জনকে উদ্ধার করেছে এবং অন্যদের সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে এবং শীঘ্রই তাদেরও উদ্ধার করা হবে।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি.স.) : আটদিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। আপাতত তাঁকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। সোমবার সন্ধেয় টুইট করে এই খবর জানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ।

রাজস্থানের চিন্তন শিবির থেকে ফিরেই জুন মাসের শুরুতে করোনা আক্রান্ত হন সোনিয়া গান্ধী। ছিলেন হোম আইসোলেশনে। পরে ১২ জুন তাঁকে স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে ভরতি করতে হয়। করোনা ছাড়াও আরও নানান সমস্যা দেখা দিয়েছিল তাঁর শরীরে। ফাঙ্গাল সংক্রমণে কাবু হয়ে পড়েছিলেন তিনি। শ্বাসনালীতে সংক্রমণের কারণে তাঁর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। দ্রুত চিকিৎসা শুরু হয়েছিল তাঁর। গত তিনদিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে ছিলেন তিনি।

তিনদিনের মাথায় চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেলেন কংগ্রেস সভানেত্রী। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও আপাতত বাড়িতে বিশ্রামে থাকতে হবে তাঁকে, জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

প্রসঙ্গত, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়াকে তলব করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শারীরিক অসুস্থতা কারণে ইডির দফতরে হাজিরা দিতে পারেননি তিনি। আগামী ২৩ তারিখ ফের ইডির দফতরে তাঁকে ডাকা হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসকদের পরামর্শ, তাঁকে এখন বিশ্রাম নিতে হবে। ফলে নির্দিষ্ট তারিখে তিনি ইডির দফতরে হাজিরা দেন কিনা সেটাই দেখার। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

হাইলাকান্দিতে জলে ডুবে কিশোরের মৃত্যু, ধলেশ্বর রেলওয়ে আন্ডারপাস জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

হাইলাকান্দি (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : জলে ডুবে এক কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে হাইলাকান্দি জেলায়। হাইলাকান্দি জেলার চন্ডীগড় প্রথম খণ্ড গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে সোমবার দুপুরে। জলে ডুবে নিহত কিশোরের নাম লোকমান লস্কর।

জানা গেছে, মাছ শিকার করতে গিয়ে ১৪ বছরের এই কিশোরের জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। এসডিআরএফ কিশোরটির মৃতদেহ ইতিমধ্যেই উদ্ধার করেছে। এদিকে বন্যা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হাইলাকান্দি জেলার ধলেশ্বরের রেলওয়ে আন্ডারপাস জাতীয় সড়ক দিয়ে সবধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় সড়ক বিভাগের করিমগঞ্জ ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, ধলেশ্বর এলাকার ইঅ্যান্ডডি ডাইকটি হুমকির কারণ হয়ে ওঠায় এবং এনএইচ-১৫৪ সড়কটি একত্রিত হওয়ার কারণে ওই রেলওয়ে আন্ডারপাস তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওই জাতীয় সড়ক দিয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে।

মহারাষ্ট্রে একটি ঘর থেকে উদ্ধার ৯ জনের দেহ, মৃত্যু ঘিরে রহস্য

মুম্বই, ২০ জুন (হি. স.) : ঘর থেকে উদ্ধার একই পরিবারের ৯ জনের মৃতদেহ।মৃত্যু ঘিরে দানা বেঁধেছে রহস্য। সোমবার মহারাষ্ট্রের সাঙলি জেলার একটি বাড়ি থেকে ৯ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিষাক্ত কিছু খেয়ে একসঙ্গে সবাই আত্মঘাতী হয়েছে। যদিও মৃত্যুর অন্যান্য কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুই ভাই ও তাদের পরিবারের সকলের মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা হল, মানিক ইয়েলাপ্পা ভানমোরে, আক্কাতাই ভানমোরে (মা), রেখা মানিক ভানমোরে (স্ত্রী), প্রতিমা ভানমোরে (মেয়ে), আদিত্য ভানমোরে (ছেলে), পোপাট ভানমোরে (শিক্ষক), অর্চনা ভানমোরে (স্ত্রী), সঙ্গীতা ভানমোরে (মেয়ে) এবং শুভম ভানমোরে (ছেলে)।

এদিকে একসঙ্গে এতজনের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বাড়ির বাইরে ভিড় করেন এলাকার মানুষ। পুলিশ এটাকে 'সুইসাইড প্যাক্ট' বলেই মনে করছে। এ দিন ঘরে ঢুকে পুলিশ দেখে তিনটি মৃতদেহ এক জায়গায় পড়ে। বাকি ছ'টি দেহ পড়ে ঘরের অন্যত্র। কারও শরীরে আঘাতের চিহ্ন মেলেনি। বিষ জাতীয় কিছুই খেয়েই ৯ জন মারা গিয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। কিন্তু আত্মহত্যাই যদি কারণ হয় তাহলে কেন সবাইকে এমন চরম পদক্ষেপ নিতে হল সেটাই ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের।

অভিযানে গিয়ে বন্যার জলে পড়ে মৃত্যুবরণ কামপুর থানার ওসি ও কনস্টেবলের, শেষ শ্রদ্ধা মন্ত্রী ও সহকর্মীদের

নগাঁও (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালনকারী দুই পুলিশকর্মীকে রাজ্য মর্যাদায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছে। রবিবার রাতে নগাঁও জেলার অন্তর্গত বন্যাক্রান্ত কামপুরের মধুপুরে এক অভিযানে গিয়ে বন্যার জলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন কামপুর থানার ওসি সমুজ্বল কাকতি এবং কনস্টেবল রাজীব বরদলৈ। সলিল-সমাধিস্থ দুই পুলিশকর্মীর মৃতদেহ জল থেকে উদ্ধার করে নগাঁও পুলিশ ছাউনির প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে আসা হয়। এখানে তাঁদের নশ্বরদেহে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, বিধায়ক রূপক শর্মা, জিতু গোস্বামী, শশীকান্ত দাস, ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত, পুলিশ সুপার লীনা দলে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) ধ্রুব বরা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নিরূপম হাজরিকা, কলিয়াবের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক মৃন্ময় দাস সহ নগাঁও পুলিশের পুলিশ অফিসার, জওয়ান, কর্মচারীগণ। তাঁরা দুই সহকর্মীকে অশ্রুসিক্ত নয়নে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

পাঁচগ্রাম কাগজকলের প্রাক্তন কর্মীদের নথিপত্র ভেরিফিকেশন স্থগিত ঘোষণা

হাইলাকান্দি (অসম), ২০ জুন (হি.স.) : বরাক উপত্যকার বন্যা পরিস্থিতির দরুন হাইলাকান্দির সাথে কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই ২০ এবং ২১ জুন আলগাপুর সার্কল অফিসে পাঁচগ্রামের কাছাড় পেপার মিলের প্রাক্তন কর্মী, কর্মচারীদের নথিপত্র ভেরিফিকেশন পর্ব স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কমিশনার এক নির্দেশিকা জারি করে বলেছেন, বর্তমান বন্যার দরুন হাইলাকান্দির সাথে কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ আকস্মিকভাবে ব্যাঘাতের কারণে কাগজ কলের প্রাক্তন কর্মীদের ভেরিফিকেশন পর্ব স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়ে ওঠার পর পরবর্তী তারিখ জানানো হবে। হাইলাকান্দির ভারপ্রাপ্ত জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক মূর্চনা মালাকার এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন।

বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ জুন।। ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ও ত্রিপুরা উপজাতি ছাত্র ইউনিয়নের মহকুমা কমিটির যৌথ উদ্যোগে দক্ষিণ জেলা ৪৮ টি স্কুল বন্ধে দক্ষিণ জেলার শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক যে সার্কুলার জারি করে তারই প্রতিবাদে - পাশাপাশি অগ্নিপথ প্রকল্পের তীব্র বিরোধিতা করে বামপন্থী চারটি গন সংগঠনের ডাকে এক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করে বিলোনিয়ায়। সোমবার বেলা বারটা নাগাদ সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে ছাত্র,যুব,ওচারটি বামপন্থী গনসংগঠনের ডাকে এক মিছিল সংগঠিত করে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় সিপিআইএম মহকুমা কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয় এবং সেখানে হয় সভা। সভায় আলোচনা রাখতে এসএফআই বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত মজুমদার বলেন ১৮ সালে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মানুষের উপর শারিরীক, মানষিক আক্রমণের পাশাপাশি শিক্ষার উপর অত্যাধিক আক্রমণ নামিয়ে আনছে এই বিজেপি জোট সরকার। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে এসএফআই। কিন্তু কি কারনে স্কুলগুলিতে ছাত্র সংখ্যা কম সে রহস্যটা আগে বের হওয়া দরকার। আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলে জানান। মিছিল শেষে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বদে এক প্রতিনিধি দল দক্ষিণ জেলা শিক্ষা আধিকারিক এর নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়ে তাদের স্মারক লিপি তুলে দেন। পাশাপাশি অগ্নিপথ প্রকল্পের তীব্র বিরোধীতা করে বামপন্থী চারটি গণ সংগঠনের পক্ষে আলোচনা করেন কৃষক সভার বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক বাবুল দেবনাথ। এছাড়া এদিনের মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফ আই মহকুমা সম্পাদক মধুসূদন দত্ত, সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দীপংকর সেন প্রমুখ।

আসাম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গুয়াহাটিতে চাকরি মেলা ২৫ শে জুন

আগরতলা, ১৯ জুন: কর্মপ্রার্থীদের মনে আশার আলো জাগিয়ে আসাম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয় ফের 'চাকরি মেলার' আয়োজন করেছেউ এই আয়োজনে এবছর তাদের অষ্টম বর্ষ। আগামী ২৫ জুন গুয়াহাটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরেই হবে এই চাকরি মেলা, যেখানে গোটা দেশের যে কোন প্রান্তের আগ্রহী প্রার্থী যোগ দিতে পারেন।

উত্তরপূর্ব ভারতের সর্ববৃহত এই আয়োজনে এ বছর ৪০টির বেশি স্বনামখ্যাত জাতীয় ও বহুজাতিক কোম্পানির প্রতিনিধিরা আসবেন। যার মধ্যে রয়েছে ডাউন-টাউন হাসপাতাল, এলেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালস, আম্পাথ, জাস্ট ডায়াল, ট্যালেন্ট অ্যাকুইট্যান্স, ম্যারিকো, ডাবর, সোডেক্সো'র মত কোম্পানি। ৪০০০ এর বেশি আগ্রহী প্রার্থী এবার এই চাকরি মেলায় যোগ দেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। গত বছর সাড়ে তিন হাজারের মত প্রার্থী পঞ্চাশটির বেশি নামী কোম্পানির সামনে নিজেদের প্রতিভা তোলে ধরার সুযোগ এই মঞ্চে পেয়েছিলেন। যে মঞ্চটি নতুন বা পাঁচ বছরের কম সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসে। ম্যানেজমেন্ট, সোশ্যাল সায়েন্স, ফার্মেসি, ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিং, প্যারা-মেডিক্যাল থেকে শুরু করে নানা ক্ষেত্রের ছাত্রছাত্রীরা তাই এর জন্য অপেক্ষা করে থাকেন।

আসাম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর এন.সি. তালুকদার এনিয়ে বলেছেন, কর্মপ্রদাতা আর কর্মপ্রার্থীর মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনতে সেতুর কাজ করা হয় এই উদ্যোগের মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধারণ পরিকাঠামো ব্যবহার করে প্রতিভাবান ছাত্র-বান্ধব অধ্যাপকরা এই কাজটি করছেন।

মুসাওয়ালা খুনে আরও ৩ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি. স.) : পাঞ্জাবি গায়ক ও কংগ্রেস নেতা সিধু মুসেওয়ালা হত্যায় এবার গুজরাটের কছ থেকে আরও তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। ওই দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে গ্রেনেড-সহ একাধিক বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে।ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা জানিয়েছে, এদিন যে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা হল হরিয়ানার সোনিপতের বাসিন্দা প্রিয়ব্রত আলিয়াস ফৌজি (২৬), হরিয়ানারই ঝাজিজার জেলার কাশিশ (২৪) ও ভাটিন্ডা পাঞ্জাবের বাসিন্দা কেশব কুমার (২৯)। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল জানিয়েছে, এদের মধ্যে দু'জন সিধু মুসেওয়ালা হত্যায় অভিযুক্ত শুটার। তিন দুষ্কৃতীর থেকে উদ্ধার হয়েছে ৮টি গ্রেনেড, ৯টি ইলেকট্রিক ডেটোনেটর, ৩টি পিস্তল এবং একটি অ্যাসল্ট রাইফেল। দুষ্কৃতীদের কাছে থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ায় চমকে গিয়েছে পুলিশ। তারা গ্রেনেড, ডেটোনেটরের মত বিস্ফোরক কোথা থেকে পেল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গত ২৯ মে মানসায় মুসে ওয়ালার উপর হামলা চালানো হয়। গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় তাঁকে। মুসে ওয়ালার খুনের পরই আঙুল ওঠে গ্যাংস্টার লরেন্স এবং তার সহযোগী গোষ্ঠির বিরুদ্ধে। বুধবারই তিহাড় জেল থেকে পঞ্জাবে নিয়ে আসা হয়েছে লরেন্সকে।

সিরিয়ায় সেনাবাহিনীর বাসে বিস্ফোরণে নিহত ১৩ জন

দামাস্কাস, ২০ জুন (হি.স.) : সিরিয়ায় সন্ত্রাসীরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সেনা ভর্তি একটি সেনা বাস উড়িয়ে দিয়েছে। এ ঘটনায় ১১ জন সেনাসহ ১৩ জনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত দুইজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সিরিয়ায় সন্ত্রাসী ঘটনার ধারাবাহিকতা থামার নামই নিচ্ছে না। সোমবার সকালে উত্তর সিরিয়ার রাক্কা এলাকায় সন্ত্রাসীরা সেনা সদস্য ভর্তি একটি বাসে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণে বাসটিতে থাকা ১১ সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন। সেখানে উপস্থিত দুই বেসামরিক নাগরিকও এই বিস্ফোরণে প্রাণ হারান। বিস্ফোরণে দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের কাছের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এ কারণে মৃতের সংখ্যাও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সরকারি মুখপাত্রের মতে, সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের রাক্কার জাবাল-আল-বিশরিতে ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে। সরকারি বিবৃতিতে ১১ জন সেনাসহ ১৩ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। কোনও সংগঠন এখনও হামলার দায় স্বীকার করেনি, তবে ইসলামিক স্টেট (আইএস) হামলা চালিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সরকার বিষয়টি তদন্ত করছে। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, ইসলামিক স্টেটের একটি স্লিপার সেল অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। সিরিয়ার মরু অঞ্চলে এ ধরনের হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এই লোকেরা। তারা আক্রমণ করে পালিয়ে যায় এবং এই আক্রমণেও ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ভোট প্রচারে বিজেপি প্রার্থী ডা. মানিক সাহা। ছবি ঃ নিজস্ব

কল্যাণপুরে প্লাবিত নিম্নাঞ্চল, কিছু পরিবার আশ্রয় নেয় শরণার্থী শিবিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২০ জুন।। বর্ষণের কারণে হঠাৎ বেড়ে গেল খোয়াই নদীর জল। আজ অর্থাৎ সোমবার সকালে ভাসিয়ে দিল কল্যাণপুর এর বিভিন্ন এলাকা। তার পাশাপাশি নদীর পার্শবর্তী এলাকা কল্যাণপুর এর বিভিন্ন গ্রামে নদীর জল ঢুকে সবজির বেশ ক্ষতি করে। এদিকে এদিন সকালে শরণার্থী শিবির খোলা হয় কল্যাণপুর ব্লক এলাকার সত্য গুরু পারা এবং মর্গান পারা এবং গুংরাইছড়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার এ। এই শিবিরে প্রায় ৪০ পরিবারের মতো আশ্রয় নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রশাসন থেকে সকালের খাবার এবং দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা গুলি পরিদর্শনে যান কল্যাণপুর ব্লকের বিডিও তরুণ কান্তি সরকার এবং এস ডি এম মুহাম্মদ সাজ্জাদ পি, ছিলেন কল্যাণপুর ব্লকের ভাইস চেয়ারপারসন রাজীব পাল, কল্যাণপুর ব্লকের অ্যাডিশনাল বি ডি ও, ডিসিএম সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।বেলা যত বাড়াচ্ছে নদীর জল তত ফুলেফেঁপে উঠছে। কল্যাণপুর ব্লকের অধীন দক্ষিণ ঘিলাতলী, উত্তর কমলনগর এবং পশ্চিম দ্বারিকাপুর এর নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। যার ফলে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। আজ বন্যা কবলিত এলাকা গুলি পরিদর্শনে যান প্রশাসনিক টিম। কল্যাণপুর ব্লকের বিডিও তরুণ কান্তি সরকার জানান শরণার্থী শিবিরে অবস্থানকারীদের সকালে চা মুড়ি দেয়া হয়েছে। দুপুরে ডাল ভাত সবজির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শিশুদের দেওয়া হয়েছে দুধ। প্রশাসনিক সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে হঠাৎ করে খোয়াই নদীর জল বৃদ্ধি পাওয়ায় বেশ বিপাকে পড়েছে জনসাধারণ। খবরে জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

সিডব্লিওসি চেয়ারপার্সনের সাম্মানিক প্রাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ জুন।। দক্ষিণ জেলার চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন লক্ষণ মালাকার সোমবার বেলা বারটায় নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে অল ইন্ডিয়া লেভেলে চাইল্ড কন্সারভেশন এন্ড ফাউন্ডেশন কতৃক তাঁর পুরুস্কার স্বরূপ সাম্মানিক প্রাপ্তির সংবাদ জানান। তিনি বলেন গত ২০২১এর ফেব্রুয়ারী মাসে চেয়ারপারসন হিসেবে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিতে যোগদানের পর থেকে সর্ব ভারতীয় স্তরে চাইল্ড কন্সারভেশন ফাউন্ডেশনে নিয়মিত চাইল্ড কেয়ার প্রটেকশন ও চাইল্ড রাইটের সেমিনার গুলোতে অংশগ্রহন করেছেন। যার ফল স্বরূপ উত্তর পূর্বাঞ্চল তথা ত্রিপুরা থেকে ওনাকে মধ্যপ্রদেশে চাইল্ড কন্সারভেশন ফাউন্ডেশনের দুদিনের সেমিনার তথা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১১ই এবং ১২ই জুন দুদিনের সেমিনারে উনি উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে সংসাপত্র গ্রহণ করেছেন, যেখানে উপস্থিত ছিলেন N C P C R এর চেয়ারম্যান প্রিয়াঙ্ক আনন্দমূর্তি ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তার এই বিশেষ যোগদানের জন্য ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস ও এশিয়ান বুকস অফ রেকর্ডস সার্টিফিকেট প্রদান করেছে। তার এই সম্মান প্রাপ্তিতে তিনি CWC এর সদস্য সদস্যাদের পাশাপাশি জেলা সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা কার্যলয়ের আধিকারিক, জেলা শাসক সহ সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

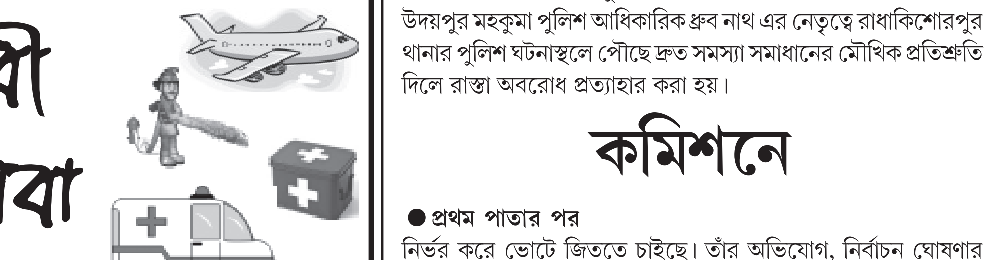

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কের উদয়পুর সোনামুড়া চৌমুহনীতে রাস্তা অবরোধে বসেন সোনামুড়া চৌমুহনী এলাকার ক্ষুব্ধ জনগন। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাস্তার দু ধারে দেখা দেয় বিশাল যানজট। খবর পেয়ে উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ এর নেতৃত্বে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে দ্রুত সমস্যা সমাধানের মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলে রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

কমিশনে

● প্রথম পাতার পর

নির্ভর করে ভোটে জিততে চাইছে। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন ঘোষণার আগে এবং পরে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিকারীদের আস্ফালন ত্রিপুরাবাসী প্রত্যক্ষ করছেন।

এদিকে, সুদীপ রায় বর্মনের উপর হামলার ঘটনায় ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে নালিশ জানিয়েছে বামফ্রন্ট। বামফ্রন্টের আহ্বায়ক নারায়ণ কর এক চিঠি সামগ্রিক বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের প্রশ্নে অতি সত্বর ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ, বামেরা আশঙ্কা করছেন, সন্ত্রাসের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে বিজেপি ব্যাপক ভোট লুট করবে। তাই, নির্বাচন কমিশন এখনি সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক, দাবি জানান বামফ্রন্টের আহ্বায়ক আর্জি জানিয়েছেন।

এদিকে, সুদীপ রায় বর্মনের উপর হামলায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এমডিসি তথা তিপরা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বিরক্তিকর খবর পেয়ে আজ ঘুম ভেঙেছে। এমনই শিরোনাম আমাদের রাজ্যের জন্য লজ্জাজনক। তিনি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে আসন্ন উপ-নির্বাচনে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের অনুরোধ জানিয়েছেন।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

নেতৃবৃন্দ দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে মিছিল করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পূর্ব থানার সামনে গিয়ে সমবেত হন। সেখান থেকে এক প্রতিনিধি দল পূর্ব থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পূর্ব থানায় মামলা দায়ের প্রসঙ্গে কংগ্রেসের রাজ্য ইনচার্জ অজয় কুমার বলেন, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সুশান্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে সুদীপ রায় বর্মন এর উপর এই হামলা সংঘটিত হয়েছে।

বিজেপির অপর বিধায়ক সুধাংশু দাস সহ ১৮ জনের নাম ধাম তাদের কাছে রয়েছে। অভিযুক্তদের নাম ধাম উল্লেখ করে পূর্ব থানায় এফআইআর করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। কংগ্রেসের রাজ্য ইনচার্জ অজয় কুমার বলেন বিজেপি দল নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মনকে গতকাল রাতে অভয়নগরে প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে। বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী আশীষ সাহার ওপরও হামলা সংগঠিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। কংগ্রেস নেতা অজয় কুমার আরো বলেন, বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী তথা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবেন। পরাজয়ের আশঙ্কাতেই কংগ্রেস দলের প্রার্থী ও নেতাকর্মীদের ওপর হামলা সংগঠিত করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। সুদীপ রায় বর্মন এর উপর হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানানো হয়েছে।

বিশালাকার গাছ ভেঙ্গে যান চলাচল ব্যাহত তেলিয়ামুড়া-খোয়াই সড়কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জুন।। ভারী বৃষ্টির ফলে আচমকা বিশাল আকারের গাছ ভেঙে স্তব্ধ যান চলাচল। দীর্ঘ প্রায় ৫ ঘন্টা যাবত যান চলাচল বন্ধ থাকে।পর স্বাভাবিক হয় সড়কে যান চলাচল। ঘটনা, তেলিয়ামুড়া খোয়াই সড়কের তৃষাবাড়ি এলাকায় সোমবার সকালে।

জানা যায়, তেলিয়ামুড়া খোয়াই সড়কের আচমকা বিশাল আকৃতির গাছ রাস্তার মাঝ বরাবর ভেঙ্গে পড়ায় স্তব্ধ হয়ে যায় তেলিয়ামুড়া খোয়াই সড়কে যান চলাচল। তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াই যাতায়াতের এই ব্যস্ততম সড়কে গাছ ভেঙ্গে পড়ার ফলে রাস্তার দু'ধারে আটকে পড়ে প্রচুর সংখ্যক যানবাহন। অন্যদিকে এই ব্যস্ততম রাস্তায় আচমকা বৃহৎ আকারের এই গাছ ভেঙে পড়ায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষজনেরা। রাস্তার দুধারে প্রচুর যানবাহন আটকে পড়ায় প্রায় ৫ ঘন্টা দুর্ভোগে পোহাতে হয়েছে রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রী সাধারণের। ওই বৃহৎ আকারের গাছটি রাস্তায় ভেঙে পড়ার প্রায় ৪০ মিনিট পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের কর্মীরা। বন দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে গাছটি কেটে রাস্তা থেকে সরানোর কাজ শুরু করে। কিন্তু, ঘটনাস্থলে বনদপ্তরের নিয়ে আসা গাছ কাটার দুটি মেশিনের মধ্যে একটি মেশিন সম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল, বনকর্মীরামাথার ঘাম পায়ে ফেলে ওই বিকল মেশিনটি কে চালু করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। বনদপ্তরের আনা গাছ কাটার মেশিন নষ্ট থাকার ফলে একটি ছোট মেশিন এবং হস্তচালিত করাত -এর মাধ্যমে গাছটি কেটে রাস্তা থেকে সরাতে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ফলে দীর্ঘ ঘন্টার পর ঘন্টা দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ মানুষ জনদের। এদিন ঘটনাস্থলে দেখা যায়নি তেলিয়ামুড়া মহকুমা বন আধিকারিক সাবির কান্তি দাস কে।

অন্যদিকে, লাগাতার বর্ষণের ফলে সোমবার তেলিয়ামুড়া তুইসিন্দ্রাই বাড়ি এলাকায় একটি বৃহৎ আকারের গাছ ভেঙে পড়ে বসত বাড়ির উপর। গাছ ভেঙে পড়ায় বসত বাড়ির ঘরের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। তৎক্ষণাৎ বাড়ির মালিক সুজিত রুদ্রপাল খবর দেয় তেলিয়ামুড়ার অগ্নিনির্বাপক দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর এবং বনদপ্তরে।পরবর্তীতে এই গাছ পড়ার ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে টি.এস.আর জওয়ানরা এবং বৃহৎ আকারের গাছটিকে কেটে বসতবাড়ি থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

টিএমসিতে আন্দোলনরত ইন্টার্নরা ঘেরাও করলেন সোসাইটির সিইও-কে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। দীর্ঘ ৮ দিন ধরে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের ইন্টার্ন ডাক্তাররা। তবে আটদিন ধরে তারা কর্মবিরতি অব্যাহত রাখলেও কোন হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের। সোমবার শেষ পর্যন্ত সোসাইটির সিইও-কে ঘেরাও করলেন ইন্টার্ণ ডাক্তাররা। মূলত সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধি, হোস্টেলের ফি মুকুব করা এবং দূরে কোথাও ডিউটি থাকলে তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ইন্টার্ণ ডাক্তাররা। তবে ডাক্তারদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সরাসরি তাদের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলা হচ্ছে না। বিভিন্ন মাধ্যমে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হলেও তারা সরাসরি তাদের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়া করছেন না। আরও অভিযোগ উপ নির্বাচনের জন্য নাকি তাদের বেতন-ভাতা এখন বাড়ানো সম্ভব নয়। উপ নির্বাচনের পর বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করা হবে বলে তাদের বলা হচ্ছে। সেখানে ইন্টার্ণ ডাক্তাররা প্রশ্ন তুলছেন উপনির্বাচনের সঙ্গে তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করার কি সম্পর্ক রয়েছে।

এলাকা

● প্রথম পাতার পর

জল বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্লাবিত হচ্ছে বলদাখাল এলাকা। ফলে ভয় সৃষ্টি হচ্ছে ততংলগ্ন এলাকার জনগণের মধ্যে। এদিকে হাওড়া নদীর জল ক্রমশ ফুলেফেঁপে উঠছে। আড়ালিয়া সংলগ্ন বাঁধের অবস্থা যথেষ্ট সংকটাপন্ন। এবার যদি ভেঙে যায় তবে তৎসংলগ্ন এলাকা সম্পূর্ণ প্লাবিত হবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। এভাবেই যদি হাওড়া নদী প্লাবিত হতে থাকে তবে আর কিছুসময়ের মধ্যেই আড়ালিয়া, বলদাখাল এবং চন্দ্রপুর হয়ে শহরে জল প্রবেশ করতে পারে।

বিভাজিত

● প্রথম পাতার পর

হামলার শিকার হচ্ছেন। প্রচার সজ্জা নষ্ট করা থেকে শুরু করে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারা, সবকিছুই মুখ বন্ধ করে সহ্য করছেন। তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, দিল্লি থেকে রিমোট কন্টোলে ত্রিপুরায় সরকার পরিচালিত হচ্ছে। তাই, চেহারা বদলেছে ঠিকই, পরিস্থিতি একই রয়েছে।এদিন তাঁর কথায় স্পষ্ট, উপনির্বাচনে গোহারা হার হবে বুঝে গেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ, ঢাল তলোয়ার ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ থেকে নেতাদের ধার করে এনে নির্বাচনী বৈতরিণী পার হওয়া সম্ভব নয়, রাজনীতিবিদ হিসেবে এমনটা তাঁর ধারণা হওয়া স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে।

অবস্থা

● প্রথম পাতার পর

লাইন স্তব্ধ হয়ে পড়বে। এমনিতেই মেঘালয়ের সোনাপুর,রাতাছড়া ও উমকিয়াং এলাকায় প্রবল বৃষ্টি পাতে মাটি ধ্বসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।শত শত লরি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আটকে পড়েছেন যাত্রী সহ চালকরা। তাদের উদ্ধার অভিযান চলছে।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে পূর্ত দপ্তর সহ প্রশাসনিক তরফে কোন আধিকারিক মাটি ক্ষতি গ্রস্থ স্থান পরিদর্শনের খবর পাওয়া যায়নি।তবে রবিবার রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম দেববর্মা। তিনি ব্রিজটি সরজমিনে পরিদর্শন করে মহকুমা শাসকের সাথে ফোনেও কথা বলেছেন। এখন দেখার বিষয় রাজ্যের লাইফ লাইন চালু রাখতে কতটুকু তৎপর হয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

রাজ্যের মানুষ

● প্রথম পাতার পর

অভিজ্ঞতা সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

মানিক সরকারের কথায়, কাজ, রোজগার, খাদ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ব্লক এবং নগর এলাকা থেকে উঠে এসেছে। কাজ পাচ্ছেন না ফলে খাদ্যের যোগান দিতে সমস্যা হচ্ছে মানুষের। অনাহারে-অর্ধাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়ছে। রেগায় দুর্নীতি চলছে বলে অভিযোগ উঠে এসেছে সাধারণ মানুষ থেকে। যাদের শ্রম কার্ড রয়েছে তারা রেগার কাজ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। যারা প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ করেনি তাদের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে।

সরকারের কাছে রেগায় ৬৫-৭০ দিন কাজের রিপোর্ট গেলেও বাস্তবে ২৫-৩০ দিনই কাজ হয়েছে বলে দাবি। রেগায় দৈনিক মজুরি ২১২ টাকা হলেও বাস্তবে তারা ১২০-১৩০ টাকার বেশি পাচ্ছেন না অভিযোগ করেছেন শ্রমিকেরা। টুয়েপের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা। এছাড়াও রাজ্যের জনগণের একটি মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। মানিক সরকারের কথায় বাম আমলে আটটি জাতীয় সড়কের কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমানেও সেই কাজগুলি কচ্ছপের গতিতে চলছে। নতুন কোন রাস্তা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। রাস্তার করুন দশায় প্রতিদিন নাজেহাল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তবে দপ্তরের কোন ভূমিকা নেই। এছাড়া উঠে এসেছে বিদ্যুতের সমস্যা। বিদ্যুতের তালবাহানায় নাজেহাল মানুষ। ব্লক থেকে শুরু করে নগরবাসী প্রত্যেকেই বিদ্যুতের চপলতায় অতিষ্ঠ। বিদ্যুৎ দপ্তরে ফোন করলে কোথাও ফোন ধরছেনা তো কোথাও বিভিন্ন বাহানা করছেন তারা। এছাড়াও এদিন মানিক সরকার আরও বলেন, গ্রামের মানুষের যারা মৎস্যচাষী হিসেবে পরিচিত তাদেরকে সরকারি কোন সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। এমনই অভিযোগ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার জনগণের। সুবিধাভোগীর ক্ষেত্রেও অবহেলার চিত্র উঠে এসেছে রাজ্য থেকে।

এছাড়াও এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে গতকাল রাতে কংগ্রেস নেতা তথা প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মন এর উপর প্রাণঘাতী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। রাজ্য নির্বাচন কমিশন যেন সুষ্ঠু ভোট প্রদানের পরিবেশ সৃষ্টি করে তার দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

কুর্তি ব্রিজের বিপজ্জনক অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। ত্রিপুরা অসম সংযোগী কুর্তি ব্রিজের নিচ থেকে মাটি ধস পড়ায় ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে ত্রিপুরা। অবিরাম বর্ষনের ফলে উত্তর জেলার ত্রিপুরা অসম সীমান্তের চুরাইবাড়ি এলাকার ত্রিপুরা অসম সংযোগী কুর্তি ব্রিজের নিচ থেকে মাটি ধসে পড়ছে। যেকোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে আট নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক। বর্তমানে ঝুঁকি নিয়ে আংশিক পন্যবাহী লরি রাজ্যে প্রবেশ করছে। তবে সেই ব্রিজ ভেঙে পড়লে ভারতবর্ষের সাথে পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। দ্রুত গতিতে এই ব্রিজটি মেরামতি না করা হলে রাজ্যের লাইফ লাইন স্তব্ধ হয়ে পড়বে। এমনিতেই মেঘালয়ের সোনাপুর,রাতাছড়া ও উমকিয়াং এলাকায় প্রবল বৃষ্টি পাতে মাটি ধ্বসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।শত শত লরি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আটকে পড়েছেন যাত্রী সহ চালকরা। তাদের উদ্ধার অভিযান চলছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে পূর্ত দপ্তর সহ প্রশাসনিক তরফে কোন আধিকারিক মাটি ক্ষতি গ্রস্থ স্থান পরিদর্শনের খবর পাওয়া যায়নি।তবে রবিবার রাতে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম দেববর্মা। তিনি ব্রিজটি সরজমিনে পরিদর্শন করে মহকুমা শাসকের সাথে ফোনেও কথা বলেছেন। এখন দেখার বিষয় রাজ্যের লাইফ লাইন চালু রাখতে কতটুকু তৎপর হয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনে জাতীয় সড়ক অবরোধ করবে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে ছিলেন এস এম সির সভাপতি সামসুল হালাম, সহ-সভাপতি সামবুমরিঙ হালাম এবং গ্রামবাসীদের পক্ষে বাবুরিঙ হালাম। উল্লেখ্য ইংরেজি মাধ্যমের না হওয়ায় বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনবরত কমে যাচ্ছে। এখন প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ১২২ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। ক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে যে করেই হোক তারা তাদের দাবি আদায় করে ছাড়বে।

বিমানবন্দরে

● প্রথম পাতার পর

বিমান পরিষেবাও স্বাভাবিক ছিল। যথারীতি, সমস্ত বিমান নির্দিষ্ট সময়ে উঠা-নামা করেছে। এটিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বজ্রপাতে শর্ট সার্কিট থেকে ওই ঘরে আগুন লেগেছিল ঠিকই। তবে, ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়ার পরই এ-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হবে।সূত্রের দাবি, অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। কারণ, আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে এটিসি-র যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাতে, বিমান পরিষেবা ব্যাঘাত ঘটত।

স্ত্রীকে হত্যার

● প্রথম পাতার পর

থাকে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ,তাদের মধ্যে প্রয়শই ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকত। রবিবার গভীর রাতে রাইফেল মুন্ডা প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে জানায় যে তার স্ত্রী মনি মুন্ডার মৃত্যু হয়েছে। তাৎক্ষনিক প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে এসে দেখতে পায় মাটিতে মনি মুন্ডার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। খবর দেওয়া হয় কৈলাশহর থানায়। প্রতিবেশী ও পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রাইফেল মুন্ডা স্ত্রীকে হত্যার বিষয়টি স্বীকার করেছে। সোমবার কৈলাসহর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে ময়না তদন্তের জন্য। সাথে অভিযুক্ত রাইফেল মুন্ডাকে গ্রেপ্তার করে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে।

জনসমর্থন নেই

● প্রথম পাতার পর

এবং বিধায়ক সুধাংশু দাসের সাথে আমার সরকারী বাসভবনে আলোচনা চলছিল। তখনই একাধিক ফোন পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উজান অভয়নগর ছুটে গিয়েছি। তাঁর দাবি, সুদীপ বাবু কিভাবে মার খেয়েছেন, আদৌ তিনি আক্রান্ত হয়েছেন কিছুই আমরা জানিনা। তবে, বহিরাগতদের এনে বিজেপির প্রচার সজ্জা নষ্ট এবং মন্ডল সভাপতির বাড়িতে হামলার প্রস্তুতি হয়েছিল এমনটা উপলব্ধি করতে পেরেছি।

এদিন তিনি প্রশ্ন করেন, নির্বাচনী প্রচার ছাড়া গভীর রাতে সুদীপ বাবু কি উদ্দেশ্যে উজান অভয়নগর গিয়েছিলেন। বহিরাগতদের এনে নির্বাচনে অশান্তি কায়েমের চেষ্টা কেন করেছেন। সুশান্ত এদিন দাবি করেন, জনভিত্তি শূন্যের কোঠায়। তাই, বহিরাগতদের এনে প্রচার চালাচ্ছেন। সোনামুড়া, ফটিকরায়, রামচন্দ্রঘাট সহ বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকশ যুবকদের এনেছেন। তিনি জোর গলায় বলেন, ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে একটি বুথ অফিস খুলতে পারেননি সুদীপবাবু। দলবদলের খেলায় মানুষ তাঁকে প্রত্যাখাত করেছেন। ফলে, নির্বাচনে হার নিশ্চিত বুঝে ফেলেছেন।

সুশান্তের কটাক্ষ, নির্বাচনী মুহুর্তে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা ভাঙ্গা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন সুদীপ রায় বর্মণ। তাই, আক্রান্ত হওয়ার নাটক মঞ্চস্থ করে তিনি মানুষের সহানুভূতি আদায় করতে চাইছেন। মানুষের ভাবাবেগে আঘাত করে নির্বাচনী বৈতরিণী পার করার কৌশল নিয়েছেন। কিন্ত, মানুষ তাঁর কৌশলি চালে পা দেবেন না। দলবদলুদের সমর্থনের বদলে মানুষ বিজেপির প্রতি আস্থা দেখাচ্ছেন। তাই, উপনির্বাচনে বিজেপির নিশ্চিত জয় হবে, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

এদিন বিধায়ক সুধাংশু দাস বলেন, সুদীপ রায় বর্মনের ডাকে আসা বহিরাগত কয়েকজনকে চিনি। তাঁরা কুখ্যাত সমাজদ্রোহী হিসেবে এলাকায় পরিচিত। তাঁদের মদত নিয়ে নির্বাচনে অশান্তি কায়েম করে তিনি জিততে চাইছেন। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিনের বিধায়কের কাছে এমন আচরণ প্রত্যাশা করিনা। তিনি ভোটে জেতার জন্য নাটক শুরু করেছেন, তা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক।এদিকে, বিজেপি ৬-আগরতলা মন্ডল সভাপতি হীরালাল দেবনাথ সুদীপ রায় বর্মণকে জড়িয়ে থানায় মামলা করেছেন। সুদীপের নেতৃত্বে দুষ্কৃতিকারীরা বিজেপির প্রচার সজ্জা নষ্ট করেছেন এবং তাঁর বাড়িতে হামলার চেষ্টা চালিয়েছেন এমনই অভিযোগ এনেছেন। শুধু তাই নয়, এজাহারে দুষ্কৃতিকারীরা বোমা নিক্ষেপ করেছেন এবং পিস্তল থেকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়েছেন বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। তাতে, বিজেপি কর্মীরা আহত হয়েছেন বলে তিনি নালিশ জানিয়েছেন। তাই ঘটনার তদন্তক্রমে সুষ্ঠ বিচারের প্রার্থনা করেছেন।

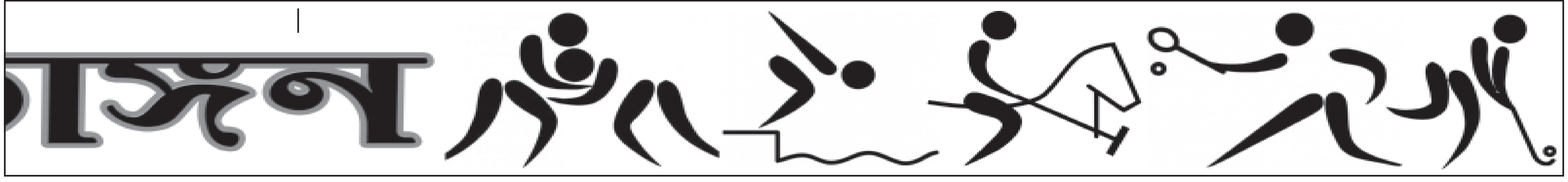

চন্ডিগড়কে হারিয়ে ত্রিপুরা জয়ী জাতীয় জুনিয়র বালিকা ফুটবলে

ত্রিপুরা-২
চন্ডিগড়-১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। ঘুরে দাড়ালো ত্রিপুরা। হারালো শক্তিশালী চন্ডিগড়কে। অসমের সোনাপুরে জুনিয়র বালিকাদের ফুটবলে পিছিয়ে থেকেও চন্ডিগড় জয় করলো ত্রিপুরা। জাতীয় জুনিয়র বালিকাদের অনূর্ধ-১৭ ফুটবলে। অসমের সোনাপুরের এল এন আই টি মাঠে সোমবার দুপুরে হয় ম্যাচটি। শুরুতে এক গোলে পিছিয়ে থেকেও দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিলো ত্রিপুরা। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পর্যুদস্ত হওয়ার পর চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে জয় শুভেনজিৎ সিনহার দলকে কিছুটা হলেও অক্সিজেন দিলো। আসরে ঘুরে দাড়াতে হলে জয় ছাড়া এদিন বিকল্প কোনও পথ ছিলো না বাসন্তি রিয়াংদের কাছে। কোচের ওই মন্ত্র মাথায় নিয়েই মাঠে নেমেছিলো ত্রিপুরা দল। গোলরক্ষক বুধুলক্ষ্মীকে রিজার্ভ ব্যাঞ্চে বসিয়ে এদিন তিন কাঠির নীচে এলি হালামকে খেলান কোচ শুভেনজিৎ। একটি গোল হজম করলেও এলি কম করে আরও দুটি গোল রুখে দিয়ে দলীয় ফুটবলারদের মনোবল চাঙ্গা করে। এদিন ম্যাচ শুরুর ১০ মিনিটের মাথায় গোল হজম করে ত্রিপুরা। শুরুতে পিছিয়ে যাওয়ার পর ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে আক্রমণ শুরু করে ত্রিপুরার ফুটবলাররা। এতে চন্ডিগড়ের রক্ষণভাগে চিড় ধরে। ৩৭ মিনিটে বাসন্তির থ্রু চিরে সমতা ফেরায় মেরিনা জমাতিয়া। সমতা ফিরতেই আক্রমণের গতি আরও বাড়ায় ত্রিপুরা। প্রথমার্ধ ১-১ গোলে সমতা থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই বিপক্ষের উপর ঝাঁপায় ত্রিপুরার ফুটবলারা। ৬২ মিনিটে স্নেহা দেবনাথ দুর্দান্ত গোল করে ত্রিপুরাকে এগিয়ে দেয়। তবে ব্যবধান বাড়ানোর মতো আরও সুযোগ পেয়েছিলো ত্রিপুরা। শেষ দিকে অভিজ্ঞতা এবং দমের অভাবে ব্যবধান আর বাড়াতে পারেনি ত্রিপুরা। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জয় পেয়ে আসরে টিকে রইলো ত্রিপুরা। ২২জুন আসরে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে দাদরা এবং মগর হাবেলীর বিরুদ্ধে। দুপুর ১ টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

যোগায় প্রজ্ঞাৎ প্রসূনের নতুন বিশ্ব রেকর্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রের নতুন বিশ্ব রেকর্ড। ত্রিপুরার ছেলে ''গ্র্যান্ডমাস্টার'' প্রজ্ঞাৎ প্রসূন পুনরায় যোগাসনে একটি নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েছে। সে গর্ভ পিন্ডাসনের টানা ২৪ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড ধরে রেখে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ইলাইট বিশ্বরেকর্ডে নিজের নাম নথিভুক্ত করে ত্রিপুরার পাশাপাশি আমাদের ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করেছে। ইলাইট বিশ্বরেকর্ড একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যার বিভিন্ন শাখা আমেরিকা, ইংল্যান্ড সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে। যোগাসনে এটি তার পঞ্চম বিশ্ব রেকর্ড। এর আগে সে চারটি বিশ্বরেকর্ড যথাক্রমে একটি এশিয়ান রেকর্ড এবং দুটি জাতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছে। সে ভুনমনাসন ভঙ্গি (৩০ মিনিট ৫০ সেকেন্ড), যোগনিদ্রাসন ভঙ্গি (১৭ মিনিট ২৪ সেকেন্ড), কুরমাসন ভঙ্গি (১৫ মিনিট ৫০ সেকেন্ড), বদ্ধকোনাসন (১০ মিনিট ০১ সেকেন্ড) সহ বিভিন্ন যোগ ভঙ্গিতে দীর্ঘতম সময়ের জন্য চারটি বিশ্ব রেকর্ড করেছে। সে সবচেয়ে কম বয়সে বদ্ধকোনাসন এবং কুরমাসন ভঙ্গি সবচেয়ে বেশি সময় ধরে রাখার জন্য জাতীয় এবং এশিয়া মহাদেশেও রেকর্ড স্থাপন করেছে। ২৫- ২৬শে জুন সে দিল্লিতে বিশ্ব যোগা কাপ-২০২২ এ ত্রিপুরার প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করবে। উল্লেখ্য, ২৪শে মে ২০১১ সালে প্রজ্ঞাৎ জন্মগ্রহণ করে। সাত বছর বয়সে শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা কাটিয়ে উঠতে একটি প্রতিকার অনুশীলন হিসাবে সে যোগ ব্যায়াম শুরু করেছিল। শীঘ্রই যোগ অভ্যাস তার শখে পরিণত হয় এবং অবশেষে যা তাকে যোগব্যায়ামে গ্র্যান্ডমাস্টার উপাধি অর্জন করতে সহায়তা করে। প্রজ্ঞাৎ প্রসূন ত্রিপুরার প্রথম কিশোর যে যোগব্যায়ামে ''গ্র্যান্ডমাস্টার'' উপাধিতে ভূষিত হয়েছে। ত্রিপুরার ১১ বছর বয়সী ''গ্র্যান্ডমাস্টার'' প্রজ্ঞাৎ আগরতলার ও এন জি সি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। সে তাপসী রায়ের ছেলে, একজন স্নাতকোত্তর গণিতের শিক্ষিকা এবং প্রদীপ শীল, একজন পর্বতারোহী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে (এম এইচ এ) দায়িত্ব পালন করছেন। সে ত্রিপুরার আগরতলার বাধারঘাট মাতৃ পল্লীর বাসিন্দা। ''গ্র্যান্ডমাস্টার'' প্রজ্ঞাৎ তার সাফল্যের জন্য তার পরিবার, যোগা প্রশিক্ষক শম্ভু চক্রবর্তী, শিক্ষকদের নিঃসার্থ সমর্থন এবং আগরতলার ও এন জি সি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসাহকে অগ্রগণ্য বলে মনে করে। যোগব্যায়াম ছাড়াও, প্রজ্ঞাৎ ইলেকট্রনিক বর্জ্য এবং স্ক্র্যাপ সামগ্রী ব্যবহার করে বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কাজের মডেল তৈরি করতে পছন্দ করে। অলিম্পিক খেলার মত একটি উচ্চতর প্লাটফর্মে যোগব্যায়ামকে নিয়ে গিয়ে একদিন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্নও দেখে সে। যুব চ্যাম্পিয়ন তার স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার দৃষ্টিভঙ্গি কামনা করে।

অমীমাংসিতভাবেই শেষ হল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ

চেন্নাই, ২০ জুন (হি. স.) : অবশেষে টানা বৃষ্টির কারণে দেশের মাটিতে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ড্র হল। রবিবার রাতে চিন্নাস্বামীতেল টানা বর্ষণের জেরে ভেস্তেই গেল পঞ্চম তথা শেষ টি-টোয়েন্টি। ফলে ২-২-তেই শেষ হল সিরিজ।

বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেই ছিল। শনিবারও বৃষ্টিতে ভিজেছিল বেঙ্গালুরু। আবহবিদরা জানিয়েছিলেন, রবিবার বিকেলের দিকে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেই পূর্বাভাস সত্যি করেই এদিন সন্ধেয় নামে বৃষ্টি। যে কারণে টস হয়ে গেলেও খেলা শুরু হতে দেরি হয়। সন্ধে ৭টার বদলে মাঠে বল গড়ায় ৭টা ৫০ মিনিটে। ওভার কমিয়ে করা হয় ১৯। ২২ গজে নেমেই প্রথম ওভারে জোড়া ছক্কা হাঁকান ইশান কিষান। তবে ১৫ রান করেই ফেরেন প্যাভিলিয়নে। ব্যাট হাতে এদিন ব্যর্থ হন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ও (১০)। ভারতের স্কোর ২৮ রানে ২ উইকেট। ফের ঝমঝমিয়ে নামে বৃষ্টি। ড্রেসিংরুমে ফেরেন ক্রিকেটাররা। ঢেকে দেওয়া হয় পিচ। এরপর থেকে কেবলই অপেক্ষার প্রহর গোনেন চিন্নাস্বামীর গ্যালারি ভরতি দর্শক। কিন্তু টি-টোয়েন্টি লড়াই দেখার ইচ্ছে পূরণ হল না তাঁদের। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর জানিয়ে দেওয়া হল, আজকের মতো আর খেলার পরিস্থিতি নেই। ফলে সিরিজের ফল দাঁড়াল ২-২।

বুধবার থেকে রঞ্জি ফাইনালে মুম্বাই-মধ্যপ্রদেশের লড়াই

বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক, ২০ জুন।। রঞ্জি ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ শুরু হচ্ছে ২২ জুন থেকে। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। খেলবে মুম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে। রঞ্জি ট্রফি আর মুম্বাই কথা দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কেননা ঐতিহ্যবাহী রঞ্জি ট্রফি বলতেই মুম্বাইয়ের নাম বুঝায়। এ পর্যন্ত ৮৬ বার রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল ম্যাচ হয়েছে। ৪৬ বারের ফাইনালিস্ট মুম্বাই। যার মধ্যে মাত্র পাঁচ বার হেরে রানার্স হতে হয়েছে মুম্বাইকে। অবশিষ্ট ৪১ বার মুম্বাই শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছে। দ্বিতীয় কোন দল এর ধারে কাছেও নেই। মধ্যপ্রদেশে এ পর্যন্ত ১১ বারের ফাইনালিস্ট। যার মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ৪ বার। একসময় মধ্যপ্রদেশের নাম ছিল হোলকার। এবার মুম্বাই ২২ জুন থেকে এম. চিন্নাস্বামী উইকেটে নামবে ৪২ তম ট্রফি জয়ের জন্য। অপরদিকে মধ্যপ্রদেশের প্রয়াস পঞ্চম বারের মতো রঞ্জি ট্রফি ঘরে তোলার জন্য। ১৯৫৮-৫৯ থেকে ১৯৭২-৭৩ পর্যন্ত টানা ১৫ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ের অসাধারণ রেকর্ড রয়েছে মুম্বাইয়ের ঘরে। শেষবারের মতো মুম্বাই রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ২০১৫-১৬ বছরে সৌরাষ্ট্রকে হারিয়ে। যদিও ২০১৬-১৭তে মুম্বাই শেষবারের মতো ফাইনালিস্ট হয়েছিল। প্রতিপক্ষ গুজরাট পেয়েছিল খেতাব। মুম্বাইকে রানার্স ট্রফিতে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। উল্লেখ্য এবার কার আসরে গ্রুপ লীগ এবং মূল পর্বের শেষ পর্যায়ে বিশেষ করে সেমিফাইনালে মধ্যপ্রদেশ বেঙ্গালুরুর আলুর ক্রিকেট ময়দানে ১৭৪ রানের ব্যবধানে বাংলাকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। অপরদিকে জাস্ট ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে অপর সেমিফাইনালে মুম্বাই, উত্তরপ্রদেশের ম্যাচটি ড্র-তে শেষ হলেও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে মুম্বাই পেয়েছে ফাইনালের ছাড়পত্র। এখন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট হিসেবে রঞ্জি ফাইনালের দিকে তাকিয়ে ক্রিকেট মহল।

দুর্ঘটনায় পড়ল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বহুমূল্যের গাড়ি

মাদ্রিদ, ২০ জুন (হি. স.) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ১৬ কোটি গাড়ি। তবে রোনাল্ডো নিজে সেই গাড়িতে ছিলেন না। চালাচ্ছিলেন তাঁর চালক। স্পেনের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্থানীয় একটি বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা মারেন। দেওয়ালটি ভেঙে পড়ে। গাড়ির সামনের অংশটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্পেনের মায়োরকাতে স্ত্রী জর্জিনা রদ্রিগেস এবং পাঁচ সন্তানকে নিয়ে ছুটি কাটাচ্ছেন রোনাল্ডো। ব্যক্তিগত বিমানেই স্পেনে গিয়েছেন। নিজের দু'টি গাড়ি জাহাজে করে স্পেনে আনার ব্যবস্থা করেন। সেগুলি সোমবারই স্পেনে পৌঁছয়। তারই একটি গাড়ি সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ দুর্ঘটনায় পড়েছে। জানা গিয়েছে, যে গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি টাকা। দুর্ঘটনায় কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হননি। পরে রোনাল্ডোর কয়েক জন প্রতিনিধি গিয়ে ওই বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁর কাছে ক্ষমা চান এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দেওয়ালটি সারিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। উয়েফা নেশনস লিগ খেলে গত সপ্তাহেই স্পেনে ছুটি কাটাতে গিয়েছেন রোনাল্ডো। পরের মাসে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক-মরসুম শিবিরে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। নতুন কোচ এরিক টেন হ্যাগের অধীনে পরের মরসুমে খেলবেন রোনাল্ডো।

NOTIFICATION

Reference No F. 2(5)/ESTT/UMCMDP/ 2022/1231-36 3rd June, 2022

It for information of all concerned that to conduct the interview for direct recruitment to the post of SOM Expert(purely on temporary basis) under Udalpur Municipal council is not feasible due to by-election in 04(four) numbers Assembly Constituency election of Tripura. It also has been reported that a substantial numbers of applicant are belongs to Agartala. So the Udaipur Municipal Council has decided to take interview for direct recruitment to the post of SUM Expert (purely on temporary basis) will be held on 28th lune, 2022 instead of previous order which was scheduled on 21st June 2022. All the other terms & conditions associated with the said interview will- remain unchanged.

ICA-D-436/22

(J. Bhattacharjee)
Chief ExecutiveOfficer
UDAIPUR MUNICIPAL COUNCIL

মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক যোগা দিবস, রাজ্যের মূল অনুষ্ঠান জিরানীয়ায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি জোরকদমে। ভারতে উদ্ভূত যোগার ঐতিহ্যবাহী অনুশীলন কে সম্মান জানাতে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপিত হয়। এমন সময় যখন আমাদের দ্রুতগতির জীবনে, আমাদের জন্য অত্যন্ত ক্লান্তিকর এবং অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে, যোগব্যায়াম শারীরিক শিথিলতা প্রদানের পাশাপাশি মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের লক্ষ্য হলো যোগ ব্যায়ামের উপকারিতা সম্পর্কে সর্বত্র সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া। প্রতিবছর ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়। ২০১৪ সালে জেনারেল অ্যাসেম্বলির ৬৯-তম অধিবেশনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর বক্তৃতায় এই দিনের জন্য এই ধারণাটির প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'যোগ মন ও শরীরের ঐক্য, চিন্তা ও কর্ম, সংযম এবং পরিপূর্ণতার মধ্যে সাদৃশ্যকে মূর্ত করে। মানুষ এবং প্রকৃতি, স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য এটি একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। এককথায় আগামীকাল অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। সারাবিশ্ব তথা সারাদেশের সঙ্গে রাজ্যেও নানা স্থানে পৃথক ভাবে দিনটি পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ক্রীড়া দপ্তরের মূল অনুষ্ঠানটি হবে জিরানীয়ার বীরেন্দ্রনগর স্কুল মাঠে। সকাল সাতটায় উদ্বোধন করবেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এছাড়া, পৃথক অনুষ্ঠান হবে মেলাঘরের নীরমহলে এবং এন এস এস রাজ্য সেলের পক্ষে এন এস আর সি সি"তে। রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও মহকুমাতেও যোগা দিবস পালনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ফর্মুলা ওয়ানে সুযোগের আশায় আরও এক ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ২০ জুন (হি.স.) : ফর্মুলা টুয়ে সাফল্যের পর ফর্মুলা ওয়ানে সুযোগের আশায় ২৩ বছরের ভারতীয় তরুণ জেহান দারুওয়ালা। আট বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ম্যাকলরেন দলে ট্রায়াল দেবেন জেহান। দু'দিনের ট্রায়ালের পর বোঝা যাবে জেহান আগামী মরসুমে ফর্মুলা ওয়ানে সুযোগ পাবেন কী না।

আগেই ফর্মুলা ওয়ানের লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা জেহান চলতি মরসুমে ফর্মুলা টুয়ের চালকদের মধ্যে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। মুম্বইয়ের বাসিন্দা জেহান বলেছেন, "আগামী মরসুমে ফর্মুলা ওয়ান প্রতিযোগিতায় গাড়ি চালাতে চাই। সুযোগ পাব কি না জানি না। কারণ, নতুন অল্প কয়েক জনই সুযোগ পাবে। ট্রায়ালে ভাল ফল করলে সুযোগ পেতে পারি। আমি মানসিক ভাবে প্রস্তুত।"

তিনি আরও বলেছেন, "আগে কখনও ফর্মুলা ওয়ান পর্যায় গাড়ি চালাইনি। প্রথমে ফর্মুলা ওয়ান গাড়ির চরিত্র বোঝার চেষ্টা করছি। চালানোর কৌশল রপ্ত করছি। আপাতত আমার লক্ষ্য ফর্মুলা টু চ্যাম্পিয়ন হওয়া। আশা করছি এ বার চ্যাম্পিয়ন হতে পারব। ধারাবাহিক ভাবে ৩০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিতে গাড়ি চালাতে পারছি। সেটাই আমাকে বেশি আশাবাদী করছে।"

জেহান সুযোগ পেলে ভারতের তৃতীয় চালক হিসেবে তাঁকে দেখা যাবে ফর্মুলা ওয়ানের ট্র্যাকে। এর আগে নারায়ণ কার্তিকেয়ন এবং করুণ চন্দককে ফর্মুলা ওয়ানের ট্র্যাকে দেখা গিয়েছে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

উইম্বলডনে খেলতে নাগরিকত্ব বদলালেন রাশিয়ার টেনিস তারকা নাতেলা

লন্ডন, ২০ জুন (হি.স.) : এ বারের উইম্বলডনে রাশিয়া এবং বেলারুশের খেলোয়াড়রা খেলতে পারবেন না। এই সিদ্ধান্তের জন্য নাগরিকত্বই বদলে ফেললেন রাশিয়ার টেনিস খেলোয়াড় নাতেলা জালামিজে। দেশ বদলে রুশ খেলোয়াড় নামবেন জর্জিয়ার হয়ে। ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের প্রতিবাদে এ বারের উইম্বলডনে রাশিয়া এবং বেলারুশের খেলোয়াড়দের খেলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অল ইংল্যান্ড লন টেনিস ক্লাব। তাই উইম্বলডন খেলতে পারবেন না ডানিল মেদভেদেভরা। উইম্বলডন আয়োজকদের কড়া অবস্থানের জন্য নাগরিকত্বই বদলে ফেললেন জালামিজে। রাশিয়ার এই মহিলা খেলোয়াড় নিজের দেশ ছেড়ে জর্জিয়ার নাগরিকত্ব নিয়েছেন। উইম্বলডনে তিনি খেলবেন জর্জিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে। ২৯ বছরের জালামিজে খেলবেন মহিলাদের ডাবলস। জুটি বাধবেন সার্বিয়ার আলেকজান্দ্রা ক্রুনিকের সঙ্গে। ডব্লুটিএ-র ওয়েবসাইটেও তাঁকে জর্জিয়ার খেলোয়াড় হিসাবে দেখানো হচ্ছে।

উইম্বলডন আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কোনও খেলোয়াড়ের নাগরিকত্ব পরিবর্তনে তাঁদের কোনও ভূমিকা নেই। অল ইংল্যান্ড লন টেনিস ক্লাব বিবৃতি দিয়ে বলেছে, 'এক জন খেলোয়াড় কোন দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন তা ঠিক করে পেশাদার খেলোয়াড়দের সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশন।' উইম্বলডন আয়োজকদের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এ বারের প্রতিযোগিতায় কোনও পয়েন্ট রাখছে না এটিপি এবং ডব্লুটিএ।

শান্তিরবাজারে স্কুল ক্রিকেট স্থগিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন। স্থগিত রাখা হলো স্কুল ক্রিকেট। মুষলধারে বৃষ্টির জন্য। ক্রমাগত বৃষ্টিতে মাঠের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। ফলে বাধ্য হয়েই আসর স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলো মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা। টুর্ণামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক অসীম চৌধুরি এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, মুষলধারে বৃষ্টির ফলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। এতে মাঠের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। ফলে সোমবার থেকে আপাতত আসর স্থগিত রাখা হয়েছে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। বৃষ্টি কমে গেলে পুনরায় শুরু হবে আসর। ১৬ জুন থেকে শুরু হয়েছিলো আসর। ৪ দলীয় আসর হবে ডাবল লিগ ভিত্তিতে। উদ্বোধনী দিনে বৃষ্টির জন্য ওভার কমিয়ে ১৫ করা হয়েছিলো। তাতে জয় পেয়েছিলো বাইখোরা স্কুল। এরপর থেকেই বৃষ্টির জন্য আর খেলা চালানো সম্ভব হচ্ছিল না, পরিত্যক্ত হয়েছিলো ৩ টি ম্যাচ। অবশেষে আসর স্থগিত রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা।

ANNEXUR-"A"
NOTICE INVITING SHORT TENDER

On behalf of the Hon'ble Governor of Tripura, the undersigned hereby invite sealed cover quotation from the bonafied suppliers/firms/agencies for supplying diet and other related items (total 25 items) for Police's Dog required by the Superintendent of Police, Unakoti District , Kailashahar for the year 2022-2023.

A copy of Tender Notice may be obtained from the office of the undersigned on any working day during office hrs up-to 1600 hrs. The closing time/date of the tender is at 1600 hrs on 04/07/2022 and the Tender/quotation may be opened on the same day, if possible.

Superintendent of Police
Unakoti District, Kailashahar,
Tripura.

ICA-C-952/22

দু'দিন বিশ্রামের পর ইংল্যান্ডে অনুশীলন শুরু করলেন বিরাট-রোহিতরা

লন্ডন, ২০ জুন (হি.স.) : ইংল্যান্ডে অনুশীলন শুরু করল ভারতীয় ক্রিকেট দল। দু'দিন বিশ্রামের পর সোমবার অনুশীলন শুরু করলেন বিরাট-রোহিতরা। কোচ রাহুল দ্রাবিড় না থাকায় প্রথম দিনের অনুশীলন তদারকি করেন ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর। সোমবার শ্রেয়স আয়ার, ঋষভ পন্থদের নিয়ে লন্ডন উড়ে গিয়েছেন কোচ দ্রাবিড়।

২৪ জুন থেকে কাউন্টি দল লিস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে চার দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারত। তার আগে প্রস্তুতিতে মগ্ন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। সোমবার নেটে মন দিয়ে ব্যাটিং করলেন শুভমন গিলরা। বেশ আগ্রাসী মেজাজে ব্যাটিং করলেন রোহিত। কয়েকটি পুল শটও মারেন তিনি। অনুশীলনে ফ্রন্ট ফুটে রক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে দেখা গিয়েছে ভারতীয় ব্যাটারদের। ইংল্যান্ডের পিচ এবং আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই প্রথম লক্ষ্য তাঁদের। রোহিত, কোহলীদের অনুশীলনের ছবি নেটমাধ্যমে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ভিডিয়ো দিয়েছে লিস্টারশায়ার কাউন্টিও। গত বছর হওয়া চারটি টেস্টের ফলের নিরিখে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে ভারত। করোনার জন্য তখন না হওয়া পঞ্চম টেস্ট ১ জুলাই থেকে শুরু হবে। লোকেশ রাহুল চোটের জন্য ইংল্যান্ড সফর থেকে ছিটকে যাওয়ায় অধিনায়ক রোহিতের সঙ্গে ওপেন করতে পারেন শুভমন।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are invited by the undersigned on the behalf on the Govt. of Tripura from interested person for disposal of expired medicine by burying in deep pit at IGM Hospital, Agartala.

The quotations from with detailed description of work & terms & condition will be available from the office of the Medical superintendent IGM Hospital, Agartala on any working days during the office hours from 11.00 A.M hrs to hrs free of cost upto 05.30 P.M on **21/06/2022**

The quotations would be received at the office of the undersigned upto 05.00 P.M hrs on **22/06/2022** by speed post / currier service by hand & will be opened on next working days in the office of the Medical superintendent, IGM Hospital, Agartala

ICA-C-947/22

Sd/- Illegible
Medical Superintendent
IGM Hospital, Agartala

রেগায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মানিক সরকারের দাবি রোজগারের সমস্যায় আছেন রাজ্যের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। সিপিআইএম প্রতিনিধিরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলাগুলো পরিদর্শন করে সেখানে সভা করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে জনজীবনের বিভিন্ন অসুবিধা সুবিধা গুলি যাচাই করেছে। পরবর্তী সময়ে ওইসব জেলার জেলা শাসকের কাছে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনগুলি নিয়ে এক স্মারক লিপি তুলে দিয়েছেন। সোমবারে প্রক্রিয়াটি শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

আটটি জেলা, ২৩টি মহকুমা এবং ৫৮ টির মধ্যে ৫৭ টি ব্লকে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে একটি ব্লকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রায় এক মাসের সাত দিন ধরে এই প্রক্রিয়াটি চলেছে। সারা রাজ্য চষে বেড়ানোর পর সিপিআইএম দলের অভিজ্ঞতা সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

মানিক সরকারের কথায়, কাজ, রোজগার, খাদ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ব্লক এবং নগর এলাকা থেকে উঠে এসেছে। কাজ পাচ্ছেন না ফলে খাদ্যের যোগান দিতে সমস্যা হচ্ছে মানুষের। অনাহারে-অর্ধাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়ছে। রেগায় দুর্নীতি চলছে বলে অভিযোগ উঠে এসেছে সাধারণ মানুষ থেকে। যাদের শ্রম কার্ড রয়েছে তারা রেগার কাজ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। যারা প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ করেনি তাদের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে।

সরকারের কাছে রেগায় ৬৫-৭০ দিন কাজের রিপোর্ট গেলেও বাস্তবে ২৫-৩০ দিনই কাজ হয়েছে বলে দাবি। রেগায় দৈনিক মজুরি ২১২ টাকা হলেও বাস্তবে তারা ১২০-১৩০ টাকার বেশি পাচ্ছেন না অভিযোগ করেছেন শ্রমিকেরা। টুয়েপের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা। এছাড়াও রাজ্যের জনগণের একটি মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। মানিক সরকারের কথায় বাম আমলে আটটি জাতীয় সড়কের কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমানেও সেই কাজগুলি কচ্ছপের গতিতে চলছে। নতুন কোন রাস্তা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। রাস্তার করুন দশায় প্রতিদিন নাজেহাল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তবে দপ্তরের কোন ভূমিকা নেই। এছাড়া উঠে এসেছে বিদ্যুতের সমস্যা। বিদ্যুতের তালবাহানায় নাজেহাল মানুষ। ব্লক থেকে শুরু করে নগরবাসী প্রত্যেকেই বিদ্যুতের চপলতায় অতিষ্ঠ। বিদ্যুৎ দপ্তরে ফোন করলে কোথাও ফোন ধরছেনা তো কোথাও বিভিন্ন বাহানা করছেন তারা। এছাড়াও এদিন মানিক সরকার আরও বলেন, গ্রামের মানুষের যারা মৎস্যচাষী হিসেবে পরিচিত তাদেরকে সরকারি কোন সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। এমনই অভিযোগ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার জনগণের। সুবিধাভোগীর ক্ষেত্রেও অবহেলার চিত্র উঠে এসেছে রাজ্য থেকে।

এছাড়াও এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে গতকাল রাতে কংগ্রেস নেতা তথা প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মন এর উপর প্রাণঘাতী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। রাজ্য নির্বাচন কমিশন যেন সুষ্ঠু ভোট প্রদানের পরিবেশ সৃষ্টি করে তার দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

চাকুরীতে পুনর্বহাল করা এবং মৃত শিক্ষক-শিক্ষিকার পরিবারের একজনকে ডাই-ইন-হার্নেস স্কিমে চাকুরী প্রদানের দাবিতে রাজধানীর সিটি সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ছবি ঃ নিজস্ব

প্রতিশ্রুতি খেলাপিদের ভোট দেবেন না হুমকি চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। রাজ্যে নির্বাচনী আবহে এবার হুমকির সুর শুনা গেল চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মুখে। যাঁরা প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি তাদেরকে ভোট দেওয়ার আগে চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিশ্চয়ই ভাববেন। সোমবার এমনই হুমকি দিলেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। আজ চাকরির দাবিতে আবারো বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের চাকুরীতে পুনর্বহাল করা এবং মৃত শিক্ষক-শিক্ষিকার পরিবারের একজনকে ডাই-ইন-হার্নেস স্কিমে চাকুরী প্রদানের দাবিতে রাজধানীর সিটি সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিনের এই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা ডালিয়া দাস বলেন, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, চাকুরী ফিরিয়ে দেওয়া হবে। প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করে আমাদের চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি সাড়ে চার বছরেও পূরণ হয়নি। তাই এবারের উপ-নির্বাচনে ভোট দেওয়ার আগে প্রত্যেকেই নিশ্চয়ই ভাববেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর হুশিয়ারি, আমাদের ওপর যারা জলকামান ছুড়েছে, লাঠি পেটা করেছে তাদেরকে চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা ভোট দেবেন না।

জল যন্ত্রণায় অতিষ্ট হয়ে উদয়পুরে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। জলমগ্ন শতাধিক পরিবার। জল যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে রাস্তা অবরোধের শামিল নাগরিকেরা। সোমবার সকালে উত্তপ্ত ছিল মন্দিরনগরী। রবিবারের অবিরাম প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন হয়ে পড়ে উদয়পুর পুর পরিষদের সোনামুড়া চৌমুহনী এলাকা। এর ফলে দর্ভোগে পড়তে হয় স্থানীয় শতাধিক পরিবারকে। জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা ঠিকঠাক ভাবে না থাকার ফলে এই দর্ভোগে বলে অভিযোগ এনে সোমবার আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কের উদয়পুর সোনামুড়া চৌমুহনীতে রাস্তা অবরোধে বসেন সোনামুড়া চৌমুহনী এলাকার ক্ষুব্ধ জনগন। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাস্তার দু ধারে দেখা দেয় বিশাল যানজট। খবর পেয়ে উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ এর নেতৃত্বে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে দ্রুত সমস্যা সমাধানের মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলে রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

চাকমাঘাটে রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জুন।। যেন রাস্তা নয় একটি খাল কাটা হয়েছে জল নিষ্কাশন এর জন্য। প্রায় ৩০ বছর ধরে রাস্তার বেহাল দশা। রাস্তা ধরে যাতায়াত করতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের। অভিযোগ এলাকাবাসীর। ঘটনা, তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের অধীন চাকমাঘাট পঞ্চায়েতের হারাধন পাড়া এলাকার যাতায়াতের মূল রাস্তাটি প্রায় ৩০ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

কিন্তু সারাইয়ের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না সংশ্লিষ্ট দপ্তর কিংবা প্রশাসন। ফলে দুর্ভোগের শিকার ওই এলাকার বসবাসকারী অধিকাংশ জনগণ। দীর্ঘদিন ধরেই হারাধন পাড়ার এই যাতায়াতের রাস্তাটি বেহাল দশাগ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু বর্ষাকালে বর্তমানে রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়ে রয়েছে।

কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এই রাস্তা সারাইয়ের কাজে হাত দিচ্ছে না দপ্তর এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর। এই রাস্তাটি দিয়ে মোটরবাইক থেকে শুরু করে ছোট-বড় যানবাহন প্রায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে হারাধন পাড়া এলাকায় যাওয়ার পথে। এদিকে ওই এলাকায় বসবাসকারী একজন ব্যক্তি জানান, এই রাস্তার বেহাল অবস্থার সারাইয়ের জন্য একাধিকবার প্রশাসনিক বিভিন্ন আমলাদের জানানো হলেও এখন পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ওইসব এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলোর চাইছেন রাস্তার বেহাল অবস্থা দূরীকরণে সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট দপ্তর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

স্বামীকে পিটিয়ে ঘায়েল করল স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২০ জুন।। স্ত্রীর হাতে আক্রান্ত স্বামী। আক্রান্ত স্বামী বিলোনিয়া থানায় মামলা করতে হাজির। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে কৈয়ালুঙ্গা এলাকার ঘর জামাই পালোয়ান মুন্ডাকে আক্রমণ করে তার স্ত্রী সাবিত্রী মুন্ডা। পালোয়ান মুন্ডা জানায় যে সে দিনমজুরের কাজ করে এবং সে মদমত্ত অবস্থায় বাড়ি যায়। বাড়িতে যাওয়ার পর স্ত্রীর সাথে বাক বিতণ্ডা শুরু হয়। বাক বিতন্ডার সময় তাকে মারধর করতে থাকে তার স্ত্রী সাবিত্রী মুন্ডা। এক সময় লাঠি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। তার ফলে মাথা ফেটে যায়। আহত অবস্থায় তাকে বিলোনিয়া থানা থেকে চিকিৎসার জন্য বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ত্রিশাবাড়িতে জলমগ্ন রাস্তাঘাট, বাড়ছে দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জুন।। জলমগ্ন রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন বাড়ি ঘরবিরামহীন তিনদিনের ভারী বর্ষণের ফলে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের অধীন জগন্নাথবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ত্রিশাবাড়ি এলাকায়। জানা গেছে, জগন্নাথ বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ত্রিশাবাড়ি এলাকায় বসবাসকারী ১৫ পরিবারের বাড়িঘর সহ রাস্তাঘাট বিরামহীন বর্ষণের ফলে জলমগ্ন অবস্থায় পরিণত হয়েছে। ভারী বর্ষণের ফলে এলাকার জলমগ্ন হওয়ার ফলে এলাকাবাসীরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।গবাদি পশু সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ঘর থেকে এখন পর্যন্ত বের করে আনা সম্ভব হয়নি।এদিকে আরো চিন্তার ভাঁজ এলাকাবাসীদের মধ্যে আরো কয়েকদিন বৃষ্টিপাত ঘটলে খোয়াই নদীর জল অনায়াসে প্রবেশ করবে ওই এলাকায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এলাকায় জল নিষ্কাশনের কোন ব্যাবস্থা না থাকায় অনায়াসেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে ওই এলাকাতে। এলাকাবাসীদের দাবি দ্রুত যেন জল নিষ্কাশনের ব্যাবস্থা করে দেওয়া হয় পঞ্চায়েতের তরফ থেকে। তবে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বেশ কিছু পরিবার এই এলাকার ত্রিশাবাড়ি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে নিজেদের বাড়িঘরে জল প্রবেশ করার ফলে। সব মিলিয়ে বলা চলে খুবই অসহ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের পরিবার পরিজন নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা।

অগ্নিপথ প্রকল্প বাতিলে দাবিতে বাম ছাত্র যুবসংগঠনগুলি মিছিল। ছবি ঃ নিজস্ব

যুবরাজনগরে ভোট প্রচার করলেন লকেট চ্যাটার্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। সোমবার প্রচারের প্রায় শেষ লগ্নে যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রচারে তেজী ভাব আনতে যোগদান করলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ লকেট চ্যাটার্জি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ভগবান দাস, প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়, রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি নবাদল বণিক, যুবরাজনগর মন্ডলের সভাপতি নান্টু গোস্বামী এবং প্রার্থী মলিনা দেবনাথ। পরপর তিন দিন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পর সোমবার তুলনামূলক সকাল থেকে দিনটা ছিল ভাল। তাই বিজেপি সাংসদ লকেট চ্যাটার্জি আসবে এই খবরে তিলথৈ বাজারে সকাল থেকেই লোকের সমাগম বাড়তে থাকে। লকেট চ্যাটার্জি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, এই কেন্দ্রের প্রার্থী মহিলা শক্তি এবং নারী শক্তির প্রতীক। ভারতবর্ষের মানুষ মাতৃশক্তিকে প্রচন্ড ভক্তি করে। এই মাতৃশক্তির প্রতীক হিসাবে এই কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন মলিনা দেবনাথ। মলিনা দেবনাথকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। ২০১৮ তে এ রাজ্যের মানুষ সিপিএম থেকে মুক্তি পেয়েছিল। আর মুক্তি দিয়েছিল বিজেপি। ত্রিপুরা রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার রাজ্যকে যেভাবে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তার প্রশংসা করেন সাংসদ। তাই বিজেপির শক্তি আরো দৃঢ় করতে এই কেন্দ্রে মাতৃ শক্তির প্রতীক মলিনা দেবনাথ কে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার অআহ্বান রাখেন। উপস্থিত জাতি জনজাতি ভোটারদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আন্দোলন প্রত্যাহার করল আত্মসমর্পণকারী জঙ্গীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। ডিপ্রাইভড রিটার্নিং মুভমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা হয় সোমবার। আগামী একুশে জুন আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে কমিটির পক্ষ থেকে ৯ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে রাস্তা অবরোধের ঘোষণা করা হয়েছিল। মঙ্গলবার কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমৃত রিয়াং রাস্তা অবরোধের ঘোষণা প্রত্যাহার করেছেন। তিনি জানান গত ১৩ জুন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী এবং অন্যান্য আধিকারিকরা তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এই বৈঠকে তাদের দাবিগুলি মেনে নিয়েছে সরকার। তাই তারা তাদের রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন। ৯ দফা দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবিগুলো হলো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর, তাদের সন্তানদের পড়াশোনার সুযোগ প্রদান করা ইত্যাদি।

খোয়াই নদীতে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জুন।। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল। খোয়াই নদীর জলে গাছের লগ ধরতে গিয়ে তলিয়ে যায় এক যুবক। যদিও এলাকারই একাংশ যুবকদের যৌথ প্রচেষ্টায় জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গেল তলিয়ে যাওয়া যুবকে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন লালটিলা এলাকায় সোমবার দুপুরে। জানা গেছে, খোয়াই নদীর জল প্লাবিত হওয়ার কারণে নদীর জলে ভেসে আসে লাকড়ি সহ গাছের লগ ও গাছপালা। সোমবার সকাল থেকে তেলিয়ামুড়া থানাধীন লালটিলা এলাকার এক যুবক তথা শেফাল দাস স্থানীয় এক যুবককে নিয়ে খোয়াই নদীতে লাকড়ি ধরতে যায়। হঠাৎ করে দেখতে পায় খোয়াই নদীর জলে ভেসে আসছে একটি বিশাল আকার গাছের লগ। এই গাছের লগটিকে ধরতে দিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেয় শেফাল দাস এবং তার সঙ্গী আরেকজন যুবক। গাছের লগটিকে ধরার জন্য দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রম করে ব্যর্থ হয়। পরে গাছের লগ আটকানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে দুজনে নদীর পাড়ে আসার চেষ্টা চালিয়ে একজন নদীর পাড় ধরতে পারলেও অপরজন নদীর প্লাবন ধারার স্রোতে ভেসে যায়। এলাকার অন্যান্য যুবকরা তা প্রত্যক্ষ করতে পেরে খবর দিয়ে তেলিয়ামুড়া দমকল কর্মীদের এবং নিজেরাও আপ্রাণ চেষ্টা চালায় শেফালী দাসকে বাঁচাতে। তেলিয়ামুড়া দমকলকর্মীরা পৌঁছার মোহরছাড়া এলাকা থেকে শেফালী দাসকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে। বর্তমানে শেফালী দাস অক্ষত অবস্থায় রয়েছে নিজ বাড়িতে। তবে এই কথা বলা বাহুল্য ভাগ্যের গুণে এবং এলাকার যুবকদের যৌথ প্রচেষ্টায় শেফাল দাস আজ জীবিত।

ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ জুন।। সোমবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হলো রাজধানীর দুটি কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট পোলিং কর্মীদের প্রশিক্ষণ শিবির। এদিন ৮ টাউন বড়দোয়ালী এবং ছয় আগরতলা কেন্দ্রের ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দুটি কেন্দ্রের রিটানিং অফিসার অসীম সাহা। তিনি জানিয়েছেন পোলিং কর্মী, এডিশনাল পোলিং কর্মী, মাইক্রো অবজারভার, প্রিসাইডিং অফিসারসহ প্রত্যেকেই এ প্রশিক্ষণ শিবিরে এদিন উপস্থিত ছিলেন। সম্পূর্ণ ভোট প্রক্রিয়া সবিস্তারে সমস্ত কর্মীদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই এই শেষ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির ছিল বলে জানিয়েছেন রিটানিং অফিসার অসীম সাহা। আগামী ২২ জুন উমাকান্ত বিদ্যালয় থেকে সকাল আটটায় ভোট কর্মীরা ভোট কেন্দ্রের দিকে রওনা দেবেন। দুটি কেন্দ্রে মোট ১১১ টা পোলিং স্টেশন রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মূলত সঠিক পরিষেবায় ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতেই এ প্রশিক্ষণ শিবির বলে জানিয়েছেন রিটানিং অফিসার অসীম সাহা।

তেলিয়ামুড়ায় বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জুন।। একমাত্র বাঁচার সম্বল কৃষিজ ফসল নষ্ট হওয়াতে চিন্তার ভাঁজ কৃষকদের। কুড়ি বছর পেরিয়ে গেলেও এই সমস্যা সমাধানের জন্য কেউই এগিয়ে আসেনি। অবিরাম বর্ষণের ফলে সীমাহীন ক্ষতির সম্মুখীন তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের জগন্নাথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চালিতাবাড়ি এলাকার একাংশ কৃষকেরা। সোমবার ওই এলাকায় গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিজ ফসল সহ কৃষি ক্ষেত্র জলের তলায়।

খবরে জানা যায়, রাজ্য জুড়ে বিগত তিন চারদিনের অবিরাম বর্ষণের ফলে তেলিয়ামুড়া একাংশ কৃষকে''রা সীমাহীন ক্ষতির সম্মুখীন। এর কারণ স্বরূপ কৃষকেরা দায়ী করেছেন অবিরাম বর্ষণকে। ওই এলাকার কৃষকেরা অনেকটা আক্ষেপের সুরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, এলাকার প্রায় কুড়ি পরিবারের কৃষকের কৃষি ক্ষেতের উৎপাদিত সব্জি যেমন-শশা, করলা, কারকল, ঝিঙ্গা সহ অন্যান্য সব্জি ক্ষেত অবিরাম বর্ষণে জলের তলায় তলিয়ে গেছে। তবে বিগত বছর গুলোতে কৃষি দপ্তর এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত এর তরফ থেকে সরকারিভাবে কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতার না পেয়ে তারা প্রায় ভরসা হারিয়েছে সরকারি দপ্তরে থেকে। তারা এখন আর সরকারের দ্বারস্থ হতে চায় না, এমনটাই আক্ষেপের সুরে জানালেন এক হত দরিদ্র কৃষক।

বৃষ্টিতে সমস্যায় পড়লেও দেখা নেই পুর কাউন্সিলারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ জুন।। রাজ্যের বিধানসভার মুখ্য সচেতক এবং পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান পৌর বাসীদের সাথে যোগাযোগ করে থাকলেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকার কাউন্সিলার। ঘটনা তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের অধীন ১৫ নং ওয়ার্ড এলাকায়। জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১৫ টি ওয়ার্ডের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও ওয়ার্ডটি হল ১৫ নং ওয়ার্ড।

লোক সংখ্যা এবং আয়তনের মধ্যে দিয়ে বড় এই ওয়ার্ডটি।পৌর পরিষদ নির্বাচনে ১৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচনে জয়ী হয়ে কাউন্সিলর হন প্রাক্তন পৌর পিতা নিতিন সাহা। টানা তিনদিনের ভারী বর্ষণের ফলে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১৫ নং ওয়ার্ড বাসীদের মধ্যে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। পৌরবাসীদের অভিযোগ, বর্তমানে যে কাউন্সিলর রয়েছেন তিনি এলাকার খোঁজ-খবর নিতে একদিনের জন্য আসেনি। বারবার কাউন্সিলরকে সমস্যার কথা অবগত করে থাকলেও একবারের জন্য তিনি এলাকায় পরিদর্শনে আসেনি বলে অভিযোগ। বর্তমানে ওই ওয়ার্ডে এমন এলাকা রয়েছে বৃষ্টিপাতের ফলে কাদাঁময়ও পিছলা হয়ে পড়েছে। ফলে বাড়ি ঘরে যাতায়াতের পথ মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। এমনকি যাতায়াতের রাস্তার মধ্যে পড়েছে মাটির ধবস, ভেঙ্গে পড়েছে গাছপালা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেকগুলি বাড়িঘর। এলাকাবাসীদের অভিমত, নির্বাচনের সময় এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা নিতীশ সাহা কে ঘনঘন আসতে দেখা গিয়েছে গণদেবতা দের বাড়িতে। নির্বাচনে জয়ী হবার পর একদিনের জন্যেও ওই এলাকায় বসবাসকারী ওয়ার্ডে বাসীদের খবরা খবর নিতে পদার্পণ করেননি।

টানা তিন দিনের বর্ষণের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ওই এলাকায়। এই জরুরী কালীন সময়ে এলাকায় এসে খবরা খবর নিতে তিনি একটি বারের জন্য আসতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীরা বর্তমান কাউন্সিলর এর নাম ও জানেন না অনেকে।এমনকি সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে চিনতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এদিকে এই খবর শুনতে পেয়ে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের পৌর পিতা তথা রূপক সরকার কাল বিলম্ব না করে এলাকাবাসীদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ে ওই ১৫ নং ওয়ার্ডে। তিনি এদিন ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন পরিবারের সাথে কথা বলেন এবং কি কি ক্ষতি হয়েছে তা ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন।

যেই রাস্তা গুলির মধ্যে মাটির ধ্বসনেমেছে সেই মাটি গুলিকে সরানোর কাজে দ্রুত হাত দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।